

পুলিশ
ভিকটিমদের
পরিবারকে
গৃহবন্দী করে
রেখেছে : অধীর



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : সেটুলি ব্যুরো অফ ইন্ডেস্টিগেশন (সিবিআই) শুক্রবার, ২৬ আগস্ট ছিল, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সেমিনার রুমে ধর্ষিত ও খুন হওয়া কলকাতার ডাক্তারের চার সহকর্মীর পরিগ্রাহ্য পরীক্ষা বা মিথ্যা আবিষ্কারের পরীক্ষা করার অনুর্তি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট কী ঘটেছে তা বোঝার জন্য। ৩১ বছর বয়সী শেষ ঘটনার মধ্যে. চার সহকর্মী - দুজন প্রথম বর্ষের স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থী, একজন হাউস সার্জন এবং একজন ইন্টার্ন- ঘটনাটা দিন মৃত ডাক্তারের সাথে ডিনার করেছিলেন। সূত্র এনডিটিভিকে জানিয়েছে যে তারা কলকাতার ডাক্তার ধর্ষণ মামলায় অস্বীকৃত না হলেও তাদের বক্তব্য পরস্পরবিপরীত। তদন্ত সংস্থা বুঝতে চায় যে প্রশিক্ষণার্থী ডাক্তারের সহকর্মীরা, যারা ঘটনার আগে এবং পরে তাকে দেখেছিল, প্রমাণ টেম্পারিংয়ের অভিযোগে তাদের কোনও ভূমিকা ছিল কিনা। তৃতীয় তলায় যে সেমিনার কক্ষে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেখানে এই চার সহকর্মীর মধ্যে দুজনের আঙুলের ছাপও পেয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। নির্যাতিতার পরিবারকে ডাকা হলে সকাল ১০,৫৬ থেকে ১১১৫-এর মধ্যে কী হয়েছিল তাও বুঝতে চায় সিবিআই। প্রথম কলের সময়, পরিবারকে হাসপাতাল থেকে বলা হয়েছিল যে তাদের মেয়ে অসুস্থ সকাল ১১,১৫ টায় করা দ্বিতীয় কলে, পরিবারকে আত্মহত্যা সম্পর্কে জানানো হয়েছিল। এর আগে সমস্ত ডাক্তারদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। কলকাতা পুলিশ ও সিবিআই। তদন্ত সংস্থাটি আগে সুনির্দিষ্ট কোর্টে বলেছিল যে স্থানীয় পুলিশ স্নাতকোত্তর ডাক্তারের ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল কারণ ফেব্রুয়ারি সংস্থা তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার সময় অপরাধের দৃশ্যটি পরিবর্তিত হয়েছিল। এদিকে, সিবিআই আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ কুমারেরও মিথ্যা-সনাক্তকারী পরীক্ষা পরিচালনা করবে, যিনি ডাক্তারের দেহ আবিষ্কারের পরে তার প্রতিক্রিয়ার জন্য সন্ধানের অধীনে রয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্ট সন্দীপ ঘোষের আর্থিক অনিয়মের তদন্তও হস্তান্তর করেছে, যা আগে একটি বিশেষ তদন্ত দল (এসআইটি) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, সিবিআই-এর কাছে। বাংলায় নারী নিরাপত্তা। আর লজ্জার বিষয় বাংলা সরকারের জন্য যারা বাংলার নারীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং এই রাজ্যে নৃশংসতা চলছে এবং প্রতিদিনই বাড়ছে। বাংলা কি আর বসবাসের নিরাপত্তা জায়গা? বাংলা কি সবচেয়ে খারাপ হতে?

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কথা বলতে রাশিয়া যাচ্ছেন অজিত ডোভাল

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া যাচ্ছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। আগামী ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর মস্কোয় থাকবেন তিনি। সাক্ষাৎ করবেন রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে। কথা বলবেন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। এও জানা গিয়েছে, ওই সফরেই ব্রিকস-এনএসএ বৈঠকেও অংশ নবেন ডোভাল। শেষবার এই বৈঠক হয়েছিল ২০২৩ সালে, জোহাননেসবার্গে। সেবারও তাতে অংশ নেন তিনি। ডোভালের এই সফরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। ব্রিকস-এনএসএ বৈঠকের পাশাপাশি রুশ ও চীনা নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সঙ্গে

দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন তিনি। পুতিনের সঙ্গে ডোভালের বৈঠকে রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে কথা হতে পারে বলেই মনে

নৈশভোজের টেবিলেই ইউক্রেন যুদ্ধের প্রসঙ্গে মোদি বলেন, ভারত রাষ্ট্রসংঘের সনদকে সম্মান করে। পারস্পরিক একা এবং সার্বভৌমত্বকে সম্মান করার বিশ্বাস রাখি আমরা। সেই ভাবনা থেকেই আমি মনে করি, যুদ্ধ কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। রণক্ষেত্রে কখনও এর সমাধানসূত্র পাওয়া যাবে না। বৈঠক ও কূটনৈতিক মাধ্যমের মাধ্যমেই শান্তির পথ খুঁজে বের করা সম্ভব। যুদ্ধে সাধারণ ও শিশুদের মৃত্যু যে কোনওভাবেই কামা নয় বলে জানিয়ে নেন প্রধানমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে ডোভালের সঙ্গে পুতিনের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ওয়াকিবহাল মহল।

করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত জুলাইয়েই রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান অর্ডার অফ সেন্ট আন্ড্রু দ্য আপোস্টল প্রদান করেন পুতিন। পরে তাঁর সঙ্গে

নাগরিক ও শিশুদের মৃত্যু যে কোনওভাবেই কামা নয় বলে জানিয়ে নেন প্রধানমন্ত্রী। এই পরিস্থিতিতে ডোভালের সঙ্গে পুতিনের বৈঠকের দিকে তাকিয়ে থাকবে ওয়াকিবহাল মহল।

‘সরকারের কোনও বক্তব্যই মানুষ বিশ্বাস করছে না’ সাংসদ পদে ইস্তুফা জহর সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ? রাজসভার সাংসদ পদ থেকে ইস্তুফা দিচ্ছেন জহর সরকার। বিশিষ্ট এই আমলা তিন বছর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়েছিলেন। তিনি চিঠি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেই চিঠির প্রথম স্তরকেই তিনি জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে সাংসদ নির্বাচিত করে আপনি আমাকে প্রত্যুত সম্মানিত করেছেন। বিভিন্ন সমস্যা সরকারের দৃষ্টিগোচর করবার সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি, সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করব। রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করব। উল্লেখ্য, জহর সরকার এর আগেও তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যা নিয়ে সৌগত রায়-সহ অন্যান্য সাংসদদের সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। সেই বিষয়টিও চিঠিতে উল্লেখ করেন জহর সরকার। তিনি জানান, যে সময়েই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন, কারণ অপেক্ষা করে গিয়েছিলেন, কারণ সে সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাটমানির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন-পদক্ষেপ করেছিলেন, তা নিরন্তর চালাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু জহর সরকারের কথায়, তা হয়নি। এবার চিঠিতে জহর সরকার লিখেছেন, মাননীয় মহোদয়া,

বিশ্বাস করুন এই মুহূর্তে রাজ্যের সাধারণ মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ও রাগের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখছি, এর মূল কারণ কতিপয় পছন্দে আমলা, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পেশীশক্তির আশ্বাশলন। তিনি আরও লিখেছেন, সরকারের কোনও বক্তব্যকেই মানুষ বিশ্বাস করছে না। পুরনো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কেন বাঁপিয়ে পড়ে কথা বলছেন না। আরজি কর কাণ্ডে প্রথমে তৃণমূলের রাজসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় সোচাচর হয়েছিলেন। তিনি ধরনাতেরও বসেছিলেন। এমনকি গ্রেফতারির আশঙ্কা করে কলকাতা হাইকোর্টে তাকে আগাম জামিনের আবেদন করতেও দেখা গিয়েছিল। এবার প্রশ্ন উঠছে, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদেই দলের একজন সিনিয়র সাংসদ সদস্যপদ ছাড়ছেন? বিজেপি নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ম্যাডাম যোগারপার্নন তো তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করার জন্য ননা। তাকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান উপরাষ্ট্রপতির কাছে দিতে হবে। তবে বিনীত গোয়েলকে জুনিয়র ডাক্তাররা শিরদাঁড়া উপহার দিয়েছেন। জহর সরকারের মধ্যে আমরা যে মানসিকতা দেখলাম তাতে ভাল লাগল। তিনি প্রাক্তন দাবি, সল্টলেক নিবাসী ব্যবসায়ীর তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, এক জন ছেড়েছেন, আরেকজন ছাড়ুন। শ্রোতের

অনুকূলে তো কট্টরিপানাও ভাসে। উল্টোদিকে সাতার না কাটলে তো মানুষ জন্ম বুথা। যুদ্ধের সময় পালানোর সঙ্গে জহর সরকারের

এর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দুর্নীতির অভিযোগে যখন গ্রেপ্তার হলেন, তখনও প্রতিবাদ করেন পালানোর সঙ্গে জহর সরকারের



চিঠিতে কী কী লিখলেন জহর সরকার?
১. শিক্ষা দুর্নীতিতে মুখ খুলে দলে হেল্লার শিবর ই
২. কোনও সরকারের বিরুদ্ধে এমন অনাস্থা আগে দেখিনি
৩. ফোভের স্বতঃস্ফূর্ত কারণ দুর্নীতিতে প্রায়
৪. এখনও সরকার যে পদক্ষেপ করছে, তা সামান্য
৫. এখন মানুষ সরকারের কোনও বক্তব্যকেই বিশ্বাস করছে না
৬. রাজনৈতিক তথ্য দিয়ে প্রতিরোধ করা ঠিক হবে না

ইস্তফাকে তুলনা করেছেন দেবাংশু। ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর প্রচার ভারতীর প্রাক্তন সিইও জহর সরকারকে রাজসভায় পাঠায় তৃণমূল। কিন্তু গত তিন বছরে একাধিক বার দলের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে।

দলের সিনিয়র নেতারা হেনস্তা করেছেন বলে দাবি প্রচার ভারতীর প্রাক্তন সিইও। দলের একের পর এক দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পরও নেত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। জহরের বক্তব্য, সেসময় আমি পদত্যাগ করা থেকে বিরত ছিলাম এই

ভেবে যে আপনি কাটমানি এবং আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেটা চালিয়ে যাবেন। চিঠিতে তিনি আক্ষেপের সুরে লেখেন, আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম। কিন্তু রাজ্যে দুর্নীতি এবং দলের একাংশের নেতাদের দাপট দেখে আমি হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। দেখলাম রাজ্য সরকার সেটা সামলাতেও পারছে না। জহরের ইস্তফা সম্পর্কে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের বক্তব্য, জহরবাবু একজন সিনিয়র, বিদক্ষ মানুষ। ব্যক্তিগতভাবে আমরা তাঁর বিরোধিতা করব না। তাছাড়া আমার মনে হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধার জায়গা, সেটা তিনি ছিন্ন করছেন না। কুণালের বক্তব্য, জহরবাবু যে উদ্বেগের কথা বলছেন, সেই উদ্বেগের সঙ্গে তৃণমূলের অনেক সৈনিক একমত। দলের কাছে দৃশ্যমান, দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে। কিন্তু সেটা দলের অন্দরে থেকেও। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের আর এক রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় ইতিমধ্যেই মুখার। এবার জহর সরকারের সরাসরি পদত্যাগ। স্বাভাবিকভাবেই খানিকটা অস্বস্তিতে শাসকদল। তবে জহর সরকার কোনওদিনই সেভাবে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তৃণমূল স্তরেও তাঁর ইস্তফার বিশেষ প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছে শাসক শিবির।

সিবিআই-এর আতস কাচের নীচে এবার আট তলার সার্জারি রুম আর বন্ধ লিফট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : ক্রাইম সিন কোনটা? সিবিআই-এর কাছে এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন এটাই। তদন্তকারীদের হাতে অথোপেডিক ওয়ার্ডের ফ্লোর মাপা নজরে আট তলার স্পেশ্যাল সার্জারি বিভাগের ওটি, ফ্লোর থেকে বেরনোর লিফট-সিঁড়ি। আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সেমিনার রুমই ক্রাইম সিন কিনা, তা নজরে রাখছে সিবিআই। গত কয়েকদিনে অথোপেডিক, চেস্ট মেডিসিনের ফ্লোর মাপা খতিয়ে দেখেছে তারা। এমডিআর সংলগ্ন সেমিনার রুমের সংযোগকারী যে যে রাস্তা আছে, সেখান থেকে

ডায়ালিসিস ওয়ার্ডের দিকে যে রাস্তা গিয়েছে, সব কিছুই তদন্তকারীদের নজরে। লিফট ওপরের কোন কোন বিল্ডিংয়ের সঙ্গে কানেক্টেড, সেমিনার রুমই ঘটনাস্থল কিনা, নাকি অন্য কোনও জায়গায় ঘটনা ঘটলে সেই রুমই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাও যাচাই করে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। কারণ যে যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে একাধিক সন্দেহ উঠে এসেছে। চিকিৎসকের দেহ দেখানো পাওয়া গেছে অর্থাৎ সেমিনার রুমের বাইরেই বন্ধ লিফট রয়েছে। যার সঙ্গে অথোপেডিক ওয়ার্ডের কানেকশন পাওয়া যাচ্ছে। আট

তলায় অথোপেডিক-সহ বিভিন্ন বিভাগের ওটি হয়। বিকাল পাঁচটার পর সেই ওটি কক্ষ খোলা হয় না। তার চাবি থাকে কর্তৃপক্ষের কাছে। সেই ওটি কক্ষ কি খোলা হয়েছিল? ব্যবহার করা হয়েছিল বন্ধ লিফট? প্রশ্ন খুঁজছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, সেমবার সূত্রিমকোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে আরজি কর মামলার শুনানি হবে। থাকবেন প্রধান বিচারপতিও। স্ট্যাটাস রিপোর্ট অতিরিক্ত সময় পেয়েছে। এখন দেখার এত সব বিষয়ে সিবিআই আদালতে কী স্ট্যাটাস রিপোর্ট পেশ করে।

৯ / ১১-র মতোই বিরাট হামলার হুক, ধৃত পাক নাগরিক

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বর : দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে দুই দশকেরও বেশি সময়। কিন্তু ৯১১-র দুঃস্মৃতি আজও তাজা করে বেড়ায় আমেরিকাকে। এবার সেই হামলার ধাঁচে বড় হামলার হুক কষতে গিয়ে ধরা পড়ল এক পাকিস্তানি নাগরিক। ফলে ভেঙে সেল হামাসের ইজরায়েল হামলার বর্ষপর্তিতে নিউ ইয়র্কে ইহুদিদের উপরে হামলার পরিকল্পনা। কানাডার কুইবেকের প্রদেশের ওরমস্টাউন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে শাহজেব নামের ওই অভিযুক্তকে। টরন্টোর কাছেই বাড়ি তার। প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা যাচ্ছে, আইএসের সদস্য ছিল সে। তবে শাহজেবের সঙ্গে নাকি আরও দুজন ছিল। তাদের সন্ধান এখনও মেলেনি বলে জানা গিয়েছে। চলছে তল্লাশি। ধৃতকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। জানা যাচ্ছে, ব্রুকলিনে ইহুদি সেন্টারে গুলিবর্ষণের মতলব কষাছিল সে। লক্ষ্য ছিল, যত বেশি

সম্ভব ইহুদিকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা। স্বাভাবিক ভাবেই এমন কথা শুনে শিউরে উঠছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু কেন নিউ ইয়র্কেই? অভিযুক্ত জানাচ্ছে, আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ইহুদি বসবাস করে আমেরিকাতেই। তাই ওই শহরকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। সে ‘টাগেট’ করে নেওয়া বাড়িটির ছবি ও ভিডিও তুলে আন্তরকতার এজেন্টদের কাছে পাঠিয়ে বন্দুক, গোলাবারুদ, ছুরি চেয়ে পাঠায়। জানা গিয়েছে, শাহজেব নিয়মিতই সোশাল মিডিয়া ও এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপের মাধ্যমে তার সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকেই আইএসের সমর্থনে পোস্টও করত। জঙ্গি গোষ্ঠীদের প্রোপাগান্ডা ভিডিও ও বক্তব্যের ছড়াত। দেশী সাব্যস্ত হলে তার কুড়ি বছরের জেল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

মুসলিমরাও। ওরা ভাবছে, হিন্দুরা ওদের ভোট দেবে, হিন্দুদের ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, কাম্বারের পূর্ণরাজের মর্যাদা ফেরাবো। উল্লেখ্য, একদিন আগেই অমিত শাহ জন্মুতে গিয়ে দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপি জন্মু ও কাম্বারকে আবার সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিচ্ছে চায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে

‘ওরা যে ভারত চায়, আমরা তার বিরোধী’ অমিত শাহকে জবাব ফারুক আবদুল্লাহ

নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিজেপি যে ভারত চায়, সেই ভারতকে সমর্থন করে না ন্যাশনাল কনফারেন্স। কাম্বারের দাঁড়িয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করে দিলেন ন্যাশনাল কনফারেন্স সূত্রিমে ফারুক আবদুল্লাহ। একদিন আগে অমিত শাহ জন্মুতে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট ক্ষমতায় এলে দাপট বাড়বে জঙ্গিদের। সেটারই জবাব দিতে কড়া কথা শোনালা ফারুক। ফারুকের বক্তব্য, ওরা ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ভয় পায়। ওরা আমাদের বন্দান্না করার জন্য সব করতে পারে। কিন্তু আমরা জিতব, আর মানুষের ভাগ্য বদলে দেব। কাম্বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, আমি ওকে (অমিত শাহ) বলে দিতে

চাই, যে ভারত তোমরা চাইছ, আমরা সেই ভারতের বিরোধী। ন্যাশনাল কনফারেন্স সূত্রিমে প্রশ্ন, বিজেপি যে বলছে ন্যাশনাল কনফারেন্স ক্ষমতায় এলে কাম্বারের সন্ত্রাস ফিরবে। আমি জানতে চাই, ৩৭০ ধারা বাতিল করে সন্ত্রাস শেষ করা গিয়েছে তো? ফারুক বলেন, ভারত সবার। হিন্দুদের, মুসলিমদের, খ্রিস্টানদের, শিখদের, বৌদ্ধদের, সবার। যারা মুসলিমদের নিয়ে প্রায় তুলেছেন, তাদের জেনে রাখা উচিত, এই দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন

হিন্দুরা আর আগের মতো নেই। কাম্বারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি,

কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট সরকার ক্ষমতায় আসবে। এবং কাম্বারের পূর্ণরাজের মর্যাদা ফেরাবো। উল্লেখ্য, একদিন আগেই অমিত শাহ জন্মুতে গিয়ে দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপি জন্মু ও কাম্বারকে আবার সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিচ্ছে চায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে

জঙ্গিদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের মুক্তি দেবে। যারা পাথর ছোঁড়ে তাদের দাপট বাড়বে। এদিন সেই সব অভিযোগের জবাব দিলেন ফারুক। এদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, পাক অধিকৃত কাম্বারের আমজনতকে বিদেশি না ভেবে আপন করে নেবে ভারত। তার নির্বাচনী প্রচারণে গিয়ে এই কথা জানিয়ে দিলেন। ভোটারদের কাছে তার আবেদন, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন কাম্বারবাসী। তাহলে গোটা এলাকার ব্যাপক উন্নতি করতে পারবে বিজেপি সরকার। সেই উন্নতি দেশে পাক অধিকৃত কাম্বারের মানুষও ভারতে চলে আসতে আগ্রহী হবেন।

আর উই ওয়ান্ট নয়, বলুন উই ডিম্যান্ড জাস্টিস’ঃ

তিলোত্তমার কাকিমা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আরজি করকাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার এনআরএস হাসপাতাল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব উইস্টস ফোরাম মহামিছিল বের



করে। কালো বেলুন হাতে প্রতিবাদে নামেন চিকিৎসকরা। ছিলেন স্বাস্থ্যকর্মী, নাগরিক সমাজের বড় অংশ। তাতে সামিল হন তিলোত্তমার পরিবারের লোকেরাও। ধর্মতলায় ছিলেন তিলোত্তমার মা, বাবা, কাকিমা। বক্তব্যও রাখেন তারা। তিলোত্তমার বাবা বলেন, আপনারা পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে একটাই শান্তি, বিচার আমরা পাবই। গর্জে ওঠেন তিলোত্তমার কাকিমাও। বলেন, এবার আর ‘নয়, জাস্টিস’ করতে হবে। প্রথম থেকেই সংবাদমাধ্যমে সরব তিলোত্তমার কাকিমা। এদিনও গর্জে ওঠেন তিনি। বলেন, ছোট থেকে মেয়েটাকে চোখের সামনে বড় হতে দেখেছি। কাকি বলে আর কেউ ডাকে না। এই ঘটনার ১৫ দিন আগেও বাড়িতে একটা অনুষ্ঠান ছিল। আমরা সকলে রাতভর কত গল্প, কত পরিকল্পনা। বাড়িতে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি নিয়ে কত কথা। তার ১০ দিন পর আমাদের ভাগ্যে যে এই নিষ্ঠুর দিনটা অপেক্ষা করছে কল্পনাও করতে পারিনি। আজ আর উই ওয়ান্ট জাস্টিস না, উই ডিম্যান্ড জাস্টিস। আপনারা বলেন ডিম্যান্ড জাস্টিস। ওয়ান্ট আর মায়। আমাদের জাস্টিস দিতেই হবে।

এদিন তিলোত্তমার বাবাও ছোট ছোট করে ফেনেল বক্তব্য রাখতে উঠে। বলেন, আমার মেয়ে চলে গিয়েছে, আমরা শোকাহত। অনেক কষ্ট করে মেয়েটা এখানে এসেছিলেন। আমরাও চেষ্টা করেছিলাম। একটা রাতে আরজি করের দৃষ্টিভঙ্গি আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করে দিয়ে আমাদের পুরো পরিবারকে শেষ করে দিল। এরপরই বলতে ওঠেন তিলোত্তমার মা। বলেন, আমি কী বলব? আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। খুব ছোট থেকে মেয়েটার ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছা ছিল। সেই ডাক্তার হতে এসেই আরজি করে বলিগান দিল। একটা অনডিউটি ডাক্তার এভাবে চরম অত্যাচারিত হয়ে যখন মা মা করে কাঁদছিল, সেই কান্নাটা আমি মনে হয় এখন রোজ শুনছি। কত কষ্টে আমার মেয়ের প্রাণটা চলে গিয়েছে। পুলিশ প্রথম থেকে অসহযোগিতা করেছে। একটা ওরা সহযোগিতা করলে আশার আলো দেখতে পেতাম। এত বড় ক্রাইমের পর পুলিশ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সব প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে। তিলোত্তমার বাবা, মা যখন মঞ্চে বলছেন, তখন ভিড থেকে রোল উঠেছে, ‘উই ডিম্যান্ড জাস্টিস।’

‘কুমারটুলি দিচ্ছে হাঁক, আমার দুর্গা বিচার পাক’

রাজপথ দখল মংশিল্লীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : এবার আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের বিচার চাইতে পথ নামলো এই শহরের মংশিল্লীরা। এই শহর দেখেছে পথে নেমেছে আমজনতা। মিছিল মিছিলে ছয়লাপ শহর কলকাতা।



বিচার চেয়ে শ্রমিক থেকে শিল্পী, পড়ুয়া থেকে পুঁটুয়ারাও এবার রাস্তায়। রবিবার কুমারটুলিতে মিছিল করলেন মংশিল্লীরা। স্লোগান তুললেন, ‘কুমারটুলি দিচ্ছে হাঁক, আমার দুর্গা বিচার পাক।’ আজ থেকে ঠিক একমাস আগে, ৯ আগস্ট আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নৃশংসভাবে প্রাণ গিয়েছে তরুণী চিকিৎসকের। আর আজ থেকে এক মাস পর মর্ত্যে মুমূর্ষী উমার আবির্ভাব। যাদের হাতে প্রাণ পায় দশভুজা, যাদের হাতে সেজে ওঠে মা দুর্গা, সেই শিল্পীরাই এবার পথে। ঘরের মেয়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার বিচার চেয়ে রাস্তায় নেমেছেন সনাতন দিগদার মতো একবারক মংশিল্লী। কুমারটুলিতে বসে সনাতন দিগদার ক্যানভাসে রং-ভুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতিবাদের ভাষা। কেউ কেউ আবার দুর্গার চোখে কালো কাপড় বেঁধে দিয়েছেন। কারও গায়ে কালো তাম্বুরা পায়ের ছাপ, সঙ্গে লেখা রয়েছে, ‘কুমারটুলি দিচ্ছে হাঁক, আমার দুর্গা বিচার পাক।’ আর মিছিল থেকে সমন্বয়ে কুমারটুলি বলছে, ‘চাইছে পুজোর আতুড়ঘর, বিচার চাইছে আরজি কর।’

প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, আর জি কর প্রতিবাদের প্রভাব পড়বে দুর্গাপূজায়। কমাতে পারে আড়ম্বর। সেই আশঙ্কা উড়িয়ে কুমারটুলির শিল্পী বাবু পাণ্ডা জানান, মনে করা হয়েছিল আর জি কর করণের প্রভাব পড়বে কুমারটুলিতে। কিন্তু এখনও তেনে কিছু হয়নি। পুজোর কাজ জোরকদমে চলছে। তবে এবারের পুজোয়, প্রতিমার আঙ্গিকে প্রতিবাদের ছাপ পড়বে বলে দাবি করছে শিল্পীমহল।

কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট সরকার ক্ষমতায় আসবে। এবং কাম্বারের পূর্ণরাজের মর্যাদা ফেরাবো। উল্লেখ্য, একদিন আগেই অমিত শাহ জন্মুতে গিয়ে দাবি করেছিলেন, কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপি জন্মু ও কাম্বারকে আবার সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিচ্ছে চায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্দেশ্যে

পুণেতে ৪২ হাজার মহিলার গণেশ আরতি, ভাইরাল হলো ভিডিও



পুণে, ৮ সেপ্টেম্বরঃ গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে পুজোয় মেতেছে গোটা দেশ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পুজে। বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে পালিত হচ্ছে এই উৎসব।রবিবার জানা গেছে, এবার পুণের এক মন্দিরে গণেশ আরতিতে অংশ নিয়েছেন ৪২ হাজার মহিলা ভক্ত। একসঙ্গে আরতি করেন তাঁরা। পুণের শ্রীমন্ত দাগদুশ্ঠে হালওয়াই গণেশ মন্দিরে ৪২ হাজার মহিলা ভক্তর গণেশ আরতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যেই।

সমুদ্র উত্তাল হওয়ার সম্ভাবনা, রবিবার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা



কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম মধ্য ও উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ শক্তি ব্যাড়াচ্ছে। এটি খুব ধীরে ধীরে উত্তর দিকে এগোবে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে ওড়িশা এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা।নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তাল থাকবে সাগর। ৫০-৬০ কিমি বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। তাই মৎস্যজীবীদের রবিবার উপকূ লে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে মৎস্যজীবীদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহর মনসা পূজা

বাঁকুড়া,৮সেপ্টেম্বরঃগত শনিবার। ২১ শে ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।ইসরািজ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহাতে মা মনসার আরাধনা।হিন্দুদের কাছে মা মনসা এক গুরুত্বপূর্ণ দেবতা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে মা মনসার পূজার চল রয়েছে। বাংলার এক আদি দেবী মা মনসা। দুই বাংলাতেই রয়েছে মা মনসার ভীষণ জনপ্রিয়তা। সর্পের দেবী হিসেবে পরিচিত। মা মনসার পূজা করলে সর্প ভীতি দূর হয়। একই সাথে মায়ের কৃপায় জীবনে আসে অপার শান্তি। মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় মা মনসা হলেন শিবের মানস কন্যা। মা মনসার জন্ম পদ্ম পাতায়। তাই মা মনসার আরেক নাম পদ্মাবতী।গবেষক মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে,বিষ্ণুপুর মল্ল রাজাদের সেনাপতি মহল মানডিহার দায়িত্বে ছিলেন সেনাপতি মদন সিংহ। তিনি মা মনসাকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য গড়ে তুলেছিলেন নাগরাজ মহলা।এখানকার মনসা পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, ভক্তরা মনসা গাছ নিয়ে বাপিয়ে লাকিয়ে ভরম চালে। অথচ কিছু হয় না। এখানে এটাই মা মনসার বিশেষ মহিমা।

দিল্লিতে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে সামিল বাশুরি, গেরুয়া শিবিরে যোগদানের আহ্বান সাধারণকে



নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর : রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে সামিল হলেন বিজেপি সাংসদ বাশুরি স্বরাজ। রবিবারসন্ধ্যা সকালে দিল্লির সরোজিনী নগরের সিলিয়া ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত বিজেপির সদস্যতা অভিযানে অংশ নেন বাশুরি স্বরাজ। তিনি দেশের সাধারণ মানুষকেও গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।বাশুরি স্বরাজ এদিন বলেছেন, আপনি যদি একটি শক্তিশালী, উন্নত, ক্ষমতাযুক্ত ভারত চান, তাহলে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিজেপির সদস্য হন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনকল্যাণ মূলক নীতিগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অবদান রাখুন।

প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী নাগাল্যান্ডের হোহো সেমাকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী রিওর

গুয়াহাটি, ৮ সেপ্টেম্বর : প্যারিস প্যারালিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী নাগাল্যান্ডের হোকাতো হোতোজে সেমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও।আজ শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে পোস্টকৃত এক বার্তায় হোকাতো হোতোজে সেমার কৃতিত্বে দেশ গর্বিত বলে লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, “আমাদের জাতির জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। কারণ হোকাতো হোতোজে সেমা পুরুষদের শটপুট এফ৫৭-এ ব্রোঞ্জ পদক এনেছেন! তার অসাধারণ শক্তি এবং সংকল্প ব্যতিক্রমী। তাঁকে অভিনন্দন। ভবিষ্যত প্রচেষ্টার জন্য শুভ কামনা



রইল।’এদিকে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওও তাঁর এক্স হ্যান্ডলে সেমার কৃতিত্বের প্রশংসা করে বলেছেন, “চলমান প্যারিস২০২৪ প্যারালিম্পিক গেমসে টিম ইন্ডিয়ায় জন্য ২৭তম পদক অর্জন করে শটপুট এফ৫৭ -এ ব্রোঞ্জ জেতার জন্য হোকাতো হোতোজে সেমাকে অভিনন্দন। তার অসাধারণ যাত্রা

প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরে এইএম কোম্পানি পরিদর্শন

নয়াদিল্লি(পিআইবি),৮সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লরেন্স ওং-এর সঙ্গে সিঙ্গাপুরের সেমি কন্ডাক্টর এবং ইলেক্ট্রনিক্সের নামকরা কোম্পানি এইএম পরিদর্শন করেছেন। আন্তর্জাতিক সেমি কন্ডাক্টার মূল্যশৃঙ্খলে এইএম-এর স্থান, কাজকর্ম ভারতের জন্য পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। সিঙ্গাপুর সেমি কন্ডাক্টার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন সিঙ্গাপুরে সেমি কন্ডাক্টার পরিমণ্ডলের উন্নয়ন এবং

ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার সুযোগ সম্পর্কে বক্তব্য রাখাে। এই ক্ষেত্রের অন্য অনেক সিঙ্গাপুরের সেমি কন্ডাক্টর কোম্পানির প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের সেমি কন্ডাক্টর কোম্পানিগুলিকে ২০২৪-এর ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর প্রেস্টার নয়তার অনুষ্ঠিতব্য সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডিয়া প্রদর্শনীতে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ভারতে সেমি কন্ডাক্টর উৎপাদন পরিমণ্ডল তৈরি করতে আমাদের প্রয়াস এবং এই ক্ষেত্রে

সিঙ্গাপুরের ক্ষমতাকে মাথায় রেখে দুই পক্ষই সিঙ্গাভ নিয়েছে বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার। ভারত - সিঙ্গাপুর মন্ত্রী পর্যায়ের দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে দুই পক্ষই আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্মত হয়। জোর দেওয়া হয় সেমি কন্ডাক্টরে। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি স্তম্ভ হিসেবে। দুই পক্ষই ভারত - সিঙ্গাপুর সেমি কন্ডাক্টর ইকোসিস্টেম অংশীদারিত্ব নিয়ে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরও করে। এই কারখানায় দুই প্রধানমন্ত্রী

সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণরত ওড়িশা ওয়ার্ল্ড স্টিল সেন্টারের ভারতীয় ইন্টার্নদের পাশাপাশি সিআইআইএন্টারপ্রাইস সিঙ্গাপুর ইন্ডিয়া রেডি ট্যালেন্ট কর্মসূচিতে ভারতে সফর করা সিঙ্গাপুরের ইন্টার্ন এবং এইএমএ কর্মরত ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথাও বলেন। দুই প্রধানমন্ত্রীর এই পরিদর্শন এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে দুই পক্ষের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী ওংকে অভিনন্দন জানান।

জম্মু ও কাশ্মীরও হয়ে উঠবে দেশের এক নম্বর রাজ্য, রামবানে মন্তব্য রাজনাথ সিংয়ের

রামবান, ৮ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরও হয়ে উঠবে দেশের মধ্যে এক নম্বর রাজ্য। জোর দিয়ে বলেনেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে এক নির্বাচনী জনসভায় রাজনাথ সিং বলেছেন, আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছি, যদি এখানে বিজেপি সরকার ১০ বছর ধরে চলে তবে আমাদের জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের এক নম্বর রাজ্য হয়ে উঠবে। আমাদের ভারত, যা অর্থনীতির আকারের দিক থেকে বিশ্বের ১১তম স্থানে ছিল, এখন পঞ্চমতম স্থানে পৌঁছেছে। আমি এই কথা বলছি না, বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা, বড় আর্থিক সংস্থাগুলি এখন দাবি করছে, যে ভারত এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ২০২৭ সালের মধ্যে



আমাদের ভারত অর্থনীতির আকারের দিক থেকে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে তৃতীয় স্থানে দাঁড়াবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, কয়েকদিন আগে, আমি আমেরিকায় হিলাম এবং প্রবাসী ভারতীয়রা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচনে কী হবে। আমি সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছি, বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠন করবে।

আর জি কর কাণ্ডে বিচারের দাবিতে হাওড়ায় মিছিল, নেতৃত্বে অরূপ রায়

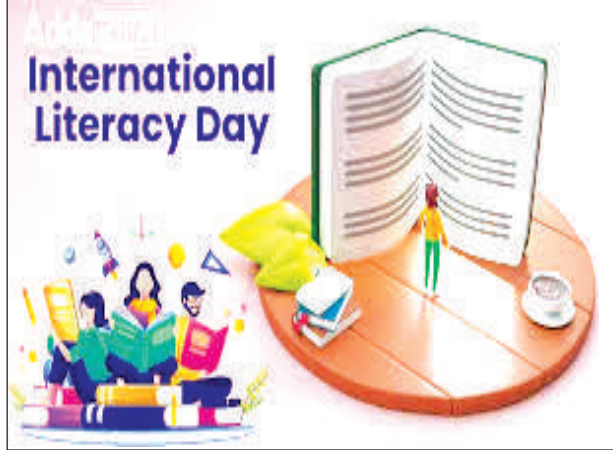
হাওড়া, ৮ সেপ্টেম্বর : আর জি করের ঘটনার বিরুদ্ধে বিচারের দাবিতে রবিবার হাওড়ায় এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়, যার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। এই মিছিল শুরু হয় দালালপুকুর এলাকা থেকে এবং নেতাজি সুভাষ রোড হয়ে মল্লিক ফটক অতিক্রম করে হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত পৌঁছায়।মিছিলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, যেমন খেলোয়াড়, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, শিল্পী এবং সাহিত্যিকরা অংশগ্রহণ করেন। হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জিও এই মিছিলে যোগ দেন। মন্ত্রী অরূপ রায় জানান, এই নৃশংস ও বর্বরোচিত ঘটনায় যারা দোষী, তাদের অবিলম্বে প্রেস্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হচ্ছে।তিনি আরও

বলেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে একজনকে প্রেস্তার করেছে, কিন্তু সিবিআই এখনও এই ঘটনার দায়ীরে প্রেস্তার করতে পারেনি। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি সিবিআই-য়ের প্রতি আহ্বান জানান। অরূপ রায় জানান, আর জি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে মার্বোনদের আন্দোলনকে তারা সমর্থন করছেন, তবে এই ঘটনার মাধ্যমে কিছু রাজনৈতিক দল যে কায়দা তোলার চেষ্টা করছে, তা তারা বরদাস্ত করবেন না।মন্ত্রী বলেন, আমরাও চাই, সিবিআই দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে প্রমাণ তুলে ধরুক এবং অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। আমরা এই দাবিতেই আন্দোলন চালিয়ে যাব।

লখনউয়ে বাড়ি ভেঙে রবিবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৯
লখনউ, ৮ সেপ্টেম্বরঃলখনউয়ের ট্রান্সপোর্ট নগর এলাকায় আচমকা ভেঙে পড়ে একটি বাড়ি। গত শনিবার পর্যন্ত এই ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। রবিবার সকালে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হলো ৯। আহত কর্মপক্ষে ২৯।জানা গিয়েছে, গত শনিবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের ট্রান্সপোর্ট নগরে। লখনউ পুলিশ জানিয়েছে, আচমকা ধসে পড়ে এই বাড়িটি। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা এখনও জানা যায়নি। এই ঘটনার পরপরই শোকপ্রকাশ করে অমরা কেশরী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। উদ্ধারকাজে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গত শনিবার সন্ধ্যা থেকেই উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকল বাহিনী। রবিবারও জারি আছে উদ্ধারকাজ।

৮ই সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস প্রথম ইউনেস্কোর দ্বারা ১৯৬৫ সালে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৭ সালে ৮ই সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়েছিল। সাক্ষরতা দিবস প্রতিষ্ঠার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল মর্যাদা এবং মানবিক বিষয় হিসাবে সাক্ষরতার গুরুত্ব সারা বিশ্বে তুলে ধরার। এটি মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ তৈরিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিশ্বব্যাপী সাক্ষরতা প্রচারণের লক্ষ্য রাখে।আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৪ এর থিম হল-বহুভাষিক শিক্ষার প্রচার, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সামাজিক সহতি এবং শাবির প্রচারের জন্য সাক্ষরতার রূপান্তর মূলক সম্ভাবনাকে কাজে



লাগাতে হবে। ১৯৬৬ সাল থেকে ইউনেস্কো সকলের জন্য সাক্ষরতার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সাক্ষরতা একটি মৌলিক মানবাধিকার। ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। শিক্ষাকে অর্থনৈতিক করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুখিা নিয়ে আসে। ১৯৬৭ সাল থেকে ইউনেস্কো তার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার এর মাধ্যমে উদ্ভাবনী এবং প্রভাবশালী

সাক্ষরতা প্রকল্পকে সম্মানিত করেছে। এই পুরস্কারগুলো সাক্ষরতা কার্যকর করার উদ্যোগকে উৎসাহিত করে এবং সাক্ষর সমাজের উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস শুধুমাত্র উদযাপনের বিষয় নয়। বরং কর্মের আহ্বান। জীবনকে পরিবর্তন করতে এবং স্থিতিস্থাপক সমাজ গঠনের জন্য সাক্ষরতা দিবস পালন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।আমাদের দেশ ভারতবর্ষের জনসমাজের এক বিরাট অংশ এখনো অক্ষর জ্ঞানহীনতার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। তাই দেশের সার্বিক অগ্রগতি আজ এই দশকের সর্বাগ্রগতি জ্ঞানপ্রতিনিধি, পথরয়েতি রাজ ব্যাহত। ছাত্র ও যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই এই সমসয়ার সমাধান হবে। সাক্ষরতার তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সারা বিশ্বে ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতার দিসস পালন করা হচ্ছে।

রিয়াধে পৌঁছলেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর, উষঃ অভ্যর্থনা সৌদি-সরকারের



নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর :ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ভারত-উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদের সদস্য দেশগুলোর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিতে রবিবার সৌদি আরবের রিয়াধে পৌঁছলেন। সে দেশের প্রটোকল বিযয়ক উপমন্ত্রী আব্দুল মাজিদ আল স্মারি তাঁকে স্বাগত জানান। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেই ছবি শেয়ার করেন জয়শঙ্কর। দু’দিনের এই সফরে তিনি জিসিসির সদস্য দেশগুলোর বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা যাচ্ছে।উল্লেখ্য, সৌদি সফরের পর বিদেশমন্ত্রী ১০ সেপ্টেম্বর থেকে দু’দিনের সফরে জার্মানির বার্লিনে যাবেন। ভারত ও জার্মানি দুই দেশের মধ্যেই মজবুত কৌশলগত অংশীদারিত্বের সম্পর্ক রয়েছে। এই সফরে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বৈঠক করবেন জার্মানির বিদেশমন্ত্রীর ও সেই দেশের অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধিদের সঙ্গে। জার্মানি সফরের পর ডঃ এস জয়শঙ্কর ১২ সেপ্টেম্বর দু’দিনের সফরে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা যাবেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের

ভোপাল, ৮ সেপ্টেম্বর : রবিবার সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিসস’। এই দিবসের উদ্দেশ্য হল সামাজিক ও মানব সাক্ষরতার জন্য সাক্ষর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং তাদের অধিকারগুলি জানা। এই উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব বলেছেন, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুধুমাত্র শিক্ষাই পারে মানবতাকে সমৃদ্ধশালী করতে।



আসুন, জ্ঞানের ঐশ্বরিক আলোয় আলোকিত করে এই পৃথিবীকে শক্তিশালী ও সক্ষম করে তুলি। একটি শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি। বিকশিত ভারতের জন্য শিক্ষার প্রসার খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কলকাতা প্রেস ক্লাবে প্রকাশ হল সাংবাদিকতার অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্রের গ্রন্থ

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ওড়িশার বেরহামপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের প্রয়াত অধ্যাপক ড. প্রদীপ মহাপাত্রের নতুন বইয়ের প্রকাশ হয়। এই বইটি সাংবাদিকতার হাত-খাতীদের সার্বিক এবং একটি পথপ্রদর্শক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রফেসর মহাপাত্রের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশ, যা প্রফেসর মুগাল চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। মুগাল চট্টোপাধ্যায়, যিনি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের আঞ্চলিক পরিচালক, তিনি প্রফেসর মহাপাত্রের গবেষণা গাইডও ছিলেন।অনুষ্ঠানে মুগাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তির সাথে স্বাধীন সোশাল মাধ্যমের বিকাশ হচ্ছে। তবে, সাংবাদিকতার কারণে ভুল তথ্য দ্রুত ছড়াচ্ছে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।তিনি আরও



বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে, যা সমাজের জন্য যেমন অনুপ্রেরণা, তেমনই চিন্তারও বিষয়। ইসেমিং দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে এবং এর ফলে মানুষ অর্থ বাঁচাতে পুস্তিকর খাবারের পরিবর্তে অনাস্বাদ্যকর খাবারের দিকে ঝুঁকছে।অনুষ্ঠানে সাপ্তাটিক কলাম লেখক সুবীর ঘোষও উপস্থিত ছিলেন এবং করোনার পরবর্তী সময়ে গণমাধ্যমে আসা সম্ভাব্য পরিবর্তন গুলি নিয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন কলকাতা প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক বেহাশিস সুর, যিনি শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।



রবিবার দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের স্বাস্থ্য শিবির মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এমএলএ-নন্দিতা চৌধুরী,এমপি-প্রসুন ব্যানার্জি,হাওড়া সদর সভাপতি- কৈলাশ মিশ্র,সহ সভাপতি-(পূর্ণেন্দু) পাণ্ডু ঘোষ এবং প্রদীপ সামন্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সক্রিয় তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী দুধকুমার শ্রী, মুরা এবং মহম্মদ শাহিদ আখতার ও আরো অনেক সহকর্মী। চিত্র-অরূপ নন্দর

দিিল্লিতে কাপড়ের কারখানায় ভয়াবহ আগুন
নয়াদিল্লি, ৮ সেপ্টেম্বর :রবিবার সকালে দিল্লির বকরওয়ালা এলাকায় একটি কাপড়ের কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। জানা গেছে, রাজীব রন্ন আবাসের কাছে সেই কাপড়ের কারখানায় দ্রুততার সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজ চালানো হয়।এক দমকল আধিকারিক জানিয়েছেন, এদিন সকাল ৬.৫৫মিনিটে আগুন লাগে। এখানে কারখানার পাশাপাশি বাণিজ্যিক গুদাম ও শপিং কমপ্লেক্সও ছিল। জানা গেছে, একটি সিলিভারে বিস্ফোরণ থেকে এই আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান। মোট ২৪টি দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলায়। তবে এখনও পর্যন্ত হত হতের কোনও খবর নেই।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রণালী জোরদার করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং ইউনিসেফ ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর
নয়াদিল্লি(পিআইবি),৮সেপ্টেম্বরঃপঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক এবং ইউনিসেফ ইন্ডিয়া সামাজিক পরিবর্তনের প্রণালী জোরদার করা এবং এ ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণে গতি আনতে একটি ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। শুদই বোঝাপড়ার ফলে প্রশ্লিষ্ট মন্ত্রক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে আদানপ্রদান বাড়াবে। বিশেষত, মহিলা ও শিশুদের এবং আওতায এনে গ্রামের মানুষের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়ার প্রশ্নে স্থানীয়ভিত্তিতে ধারাবাহিক উন্নয়নী লক্ষ্যসমূহ অর্জনেও বিশেষভাবে সহায়ক হবে এই অংশীদারিত্ব। স্মার্মিণ এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মসূচি বিষয়ে তথ্য ও পরিষেবা প্রদানে গতি আনতে প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রকা এর ফলে, প্রশাসনিক সক্ষমতাও নিশ্চিত হবে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫২১৫, সৌর ২৩ ভাদ্র, চান্দ্রঃ৫ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাব্বৎ, ২৫৬৮ বৃদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈতৈঃ৪ লাংবান, আসামঃ ২২ ভাদ্র, মুসলিমঃ৩-রবিউল-আউলা১৪৪৬ হিজরী।
শ্রীগণেশ চতুর্থী সিদ্ধিবিনায়ক পূজাসু্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৩ঃ৩৬ এবং অন্তঃ বিকাল ০৫ঃ৪৪ঃ০১চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৮ঃ৩৬ঃ২৮(৭) এবং অন্তঃ রাাত্রি ০৮ঃ০৭ঃ০২(৭)।শুক্ল পক্ষ।তিথিঃচতুর্থী (বিজ্ঞা)
দুপুর ঘ ০২ঃ ৩৬ঃ৪১ দং ২০ঃ৩৬ঃ০২ পর্যন্তক্ষত্রাঃ চিত্রা সকাল ঘ ১০ঃ১৩ঃ১৮ দং ১২ঃ২২-৫ পর্যন্ত পরে স্বাতীরবর্ষগণিতি দুপুর ঘ ০২ঃ৫৬ঃ৪১ দং ২০ঃ৩২ঃ৩০ পর্যন্ত পরে বব সকাল ঘ ০২ঃ৩১ঃ ৪৬ দং ৫২ঃ৪২ঃ৭-৫ পর্যন্ত পরে বালবযোগব্রহ্ম রাত্রিঃ০১ঃ০১ঃ৪৫ দং ৪১ঃ৩৫ঃ১০ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগদিন ০৯ঃ৩০ঃ৩০ থেকে -১২ঃ৪৭ঃ৫৭ পর্যন্ত এবং রাাত্রি ০৮ঃ ০৪ঃ৩৩ থেকে - ১০ঃ২৬ঃ৫৭ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৭ঃ১৪ থেকে - ০১ঃ ৩০ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৭ঃ০৮ থেকে - ০৩ঃ৫০ঃ২৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলাদিন ০৬ঃ১৩ঃ৩৬ থেকে - ০৭ঃ০২ঃ২৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ০৫ঃ৪৪ঃ০৮ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ৪৬ পর্যন্ত। বারবেলাদিন ০১ঃ০৬ঃ২৮ থেকে - ০২ঃ৩৯ঃ০১ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৫ঃ২৬ঃ৪১ থেকে - ০৬ঃ৫৬ঃ১৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ১১ঃ৩৫ থেকে ০৫ঃ৪৪ঃ০৮ পর্যন্ত। কালরাাত্রিঃ০৫ঃ৪৪ঃ০৮ থেকে -০৭ঃ ১১ঃ৩৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৬ঃ১৫ থেকে - ০৫ঃ৬ঃ৪১ পর্যন্তগ্রহযুগ্মট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ০৪ঃ৫৫ঃ৮ (১১) ৩ পদচন্দ্রঃ ৬৬ঃ১৫ঃ৭ (১৫) ৩ পদাঙ্গুলঃ ২৫ঃ৭১ঃ৬ (৫) ৪ পদবৃঃ৪৬ঃ২৪১৯ (২০) ২ পদবৃহস্পতিঃ২২ঃ৬৩ঃ৪৩ (৫) ১ পদশুক্রঃ৫১ঃ৬৫ঃ১৩৮ (১৩) ৩ পদশনিঃ১০১৮ঃ৩২৮ (২৪) ৪ পদরাহঃ১১১৫ঃ৪০৪৩ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫২ঃ৪৪ঃ৪৩ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।গ্রঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ০০ঃ৫৮ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ১১ঃ০১ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১০ঃ২৫ঃ২০ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১২ঃ৪১ঃ০৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০২ঃ৪৬ঃ২২ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৪ঃ৩৬ঃ ১৬ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ ০৬ঃ৪০ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৭ঃ৪৩ পর্যন্ত। মেঘ রাশি রাাত্র ০৪ঃ৮৮ঃ৭ পর্যন্ত। বৈশাখ রাাত্র ১১ঃ১৬ঃ৪০ পর্যন্ত।মিথুন রাশি শেষ রাাত্রি ০১ঃ৩০ঃ৪০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাাত্রি ০৩ঃ৪৫ঃ৪৩ পর্যন্ত।

আবহাওয়া
একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও আপোমুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে মাতাভ্রতা এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৮.৪ডিগ্রি সেলসিয়াস। এপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭৯ শতকরা এবং ৪১ শতকরা। জোয়ার-সকল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাট-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১টা ২০ মিনিট। সূর্যোদয়ের চো ১১ মিনিট এবং অস্ত ৬টা ১৬মিনিট

রাশিফল
মেঘ রাশিঃ বয়ঃসন্ধির সন্তানের অতিরিক্ত বৃদ্ধাবৃদ্ধদের জন্য বিশেষ যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের শুভ। বৃষ রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কথামতো কাজ করার চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবে। মিথুন রাশিঃ পশু পাখি নও মস্যাপালনে অতিরিক্ত মুনাফা হাতে আসবে। বন্ধুর সঙ্গে পাওনা টাকা আদায় নিয়ে মনোমালিন্য। শুভদিন কর্মকর্ত রাশিঃ সন্তানের প্রতি আবেগতাতি হয়ে তাদের অনায়া আবদার মেনে নেনেন না।শুভদিন সিংহ রাশিঃ ভক্তার, ইঞ্জিয়ারদের জন্য সময়টি শুভ। আর্থিক ব্যয়। কন্যা রাশিঃমানসিক শান্তির জন্য ছোটোখাট ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। বিশেষ যাত্রা শুভ দিন। তুলা রাশিঃ ঊর্ধ্বার্ধে বড় আঘাত লাগার সম্ভাবনা। সঙ্গারে শান্তি হবে বৃশ্চিক রাশিঃসমাজকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আপনার নাম, যশ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে, কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ববৈপ্লব্য জড়িয়ে পাবেন না। ধনু রাশিঃএই সময় আয় আশঙ্কা ব্যয় বেশি হওয়ার ফলে খণগপ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের যোগ। মকর রাশিঃ নববাহিহাতিদের দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য থাকবে। কুম্ভ রাশিঃ অতিরিক্ত পথপ্রশ্নের জন্য জাতকের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে। মীন রাশিঃযানবাহনের ওঠানামার ক্ষেত্রে সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। সংগারে শান্তি।

হরিপালের নাবালিকার গোপন জবানবন্দির মধ্যে অসঙ্গতি আছে বলে জানান পুলিশ সুপার

বনস্পতি দে, হরিপাল ছ্গলি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ অর্ধনগ্ন ও অচেতন্য অবস্থায় নাবালিকা ছাত্রী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হরিপালের বিডিও অফিস সংলগ্ন গোপীনগর এলাকায়। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ উঠছিল, নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মেয়েটির গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। পুলিশের দাবি, তাতে অসঙ্গতি মিলেছে। এমনকী, স্বাস্থ্য পরীক্ষাতে অপহরণ ও নির্যাতনের প্রমাণ মেলেনি। সাংবাদিক বৈঠক করে তেমনটাই জানাল পুলিশ। শুক্রবার নাবালিকা উদ্ধারের পরই হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়।হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার নাবালিকার বাড়িতে ফোন করে খবর দেন। নাবালিকার মা জেঠু ও একজন শিক্ষক হাসপাতালে পৌঁছান। পরে



থানায় গিয়ে নাবালিকার বয়ান অনুযায়ী এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। নাবালিকা পুলিশকে জানায়, ‘‘সিন্দুরে স্কুল থেকে এক শিক্ষকের বাড়িতে টিউশন পড়তে যায় সে। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাকে একটি সাদা

গাড়িতে করে চারজন অপহরণ করে। তবে হরিপালে কীভাবে গেল সেটা তার মনে নেই। সিন্দুরে বইয়ের ব্যাগ পড়েছিল। সেটি কুড়িয়ে সিঙ্গুর থানায় জমা দেয় দুজন। পুলিশ সুপার জানান, ‘‘বিএনএস এর ৭৫-যৌন

হয়রানি,৭৬-আক্রমন বা অর্ধৈশ্বর বলপ্রয়োগ,১২৬(২)-বেআইনি গতিরোধ, ১৩৭(২)-অপহরণ,১১৫(২)-ইচ্ছাকৃ ত আঘাত,৩৫১(২)-অপরাধ জনক ভীতি প্রদর্শন,এবং ৮ পকসো আইনে মামলা রুজু হয়। এরপরই পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। সিঙ্গুরের যে জায়গা থেকে নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে দাবি করে সেই এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পুলিশ সিঙ্গুর স্টেশনের সিসিটিভি ফুটেজে দেখে। এমনকী, যে সাদা গাড়ি থেকে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে নাবালিকা দাবি করেছিল, তারও কোনও অস্তিত্ব পাশনি পুলিশ বলে জানিয়েছে। ছ্গলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কমানাশিস সেন বলেন, ‘‘চারজন তাকে অপহরণ করেছিল বলে জানিয়েছিল নাবালিকা।

একজন তার চেনা বলে জানিয়েছিল। যে যুবকের কথা না বাড়িতে জানিয়েছিল তার ছবি দেখিয়ে তাকে চিহ্নিত করা হয়। পরে ওই যুবকের মোবাইল নম্বর ট্রাক করে জানা যায় সে ঘটনার সময় ভিন রাজ্যে রয়েছে। এমনকী সে এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বাইরেই আছে। নাবালিকা ও তার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পুলিশের মনে হয়েছিল নাবালিকা যে অভিযোগ করছে সেটা ভাল করে খতিয়ে দেখা দরকার। অভিযোগ খুবই স্পর্শ করত ছিল তাই সেই ভাবেই তদন্ত চলতে থাকে।

পুলিশের দাবি, চন্দননগর আদালতে নাবালিকার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। চন্দননগর হাসপাতালে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয়। সেই গোপন জবানবন্দির মধ্যে অসঙ্গতি আছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

নির্যাতিতার পরিবার মহামিছিলে সামিল, সুবিচারের দাবিতেই এনআরএস থেকে ধর্মতলা

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : এন আর এস হাসপাতাল থেকে জমায়েত এবং গন্তব্য ছিল ধর্মতলা। এই মহামিছিলের আয়োজক - জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ উস্তরস, ওয়েস্ট বেঙ্গল। মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওই মহামিছিলে সামিল নির্যাতিতার পরিবার। মা, বাবা ও কাকিমা পুরোভাগে ছিলেন। রাজপথে হাটলেন। সুবিচারের দাবিতেই। নির্যাতিতার মৃত্যুর পর এক মাস পার, হাল ছাড়া চলবে না। এই বক্তব্যে মহামিছিলের জুনিয়র ডাক্তাররা একবন্দ। রবিবার ছুটির দিন দুপুরে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পানিহাটা থেকে রওনা হয়ে সটন পরিবারের সদস্যরা শিয়ালদহ নীলগতন সরকার হাসপাতালে পৌঁছে যান। এরপর ধর্মতলা অভিমুখে পনরাজে মহামিছিলের সাক্ষী। কলকাতা মহানগরীর বুকে ফের রাত দলল অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র প্রস্তুতি ভুঙ্গে। শহর জুড়ে পুলিশের ও কড়া নজর রয়েছে। সুতরাং আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নেই স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্ব বেড়েছে তাদের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে। উল্লেখ্য, প্রবাসেও ২৪টি দেশের নির্বিশেষে গ্লোবাল প্রটেস্ট। অন্যান্য দেশের কলকাতা ছড়িয়ে গ্রাম বাংলার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে এই রাতের অভিযান।

আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ চলছেই, পূর্ণ সমর্থনের কথা জানালো বামফ্রন্ট

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আর জি করের পিজিটি ছাত্রীর নৃশংস হত্যার ঘটনার রবিবার একমাস পূর্ণ হলো। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে যে তীব্র ক্ষোভ, ঘৃণা ও খিঁকার সঞ্চারিত হয়েছে, ন্যায় বিচার ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাষ্ট্রায় নেমে তারা যেভাবে এই আন্দোলন সংগঠিত করছেন, বামফ্রন্ট তাদের পূর্ণ সমর্থন জানায় বলে তাঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গত একমাসে ন্যায় বিচারের দাবিতে রাজ্যের বিভিন্ন সংগঠন, গোষ্ঠী ও পেশার মানুষের সম্মিলিত সূজনশীল, প্রত্যয়ী প্রতিবাদ সংগঠিত হয়েছে। এই নৃশংস ঘটনার রেশ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিদেশেও প্রচারিত হয়েছে। বিভিন্ন

বেপরোয়া বাইক আরোহীদের ঠেকাতে গিয়ে প্রহৃত পুলিশ

নববারাকপুর, ৮ সেপ্টেম্বরঃ বিগত কয়েক মাসে সোদপুর মধ্যমগ্রাম রোডে বেশ কিছু বাইক দুর্ধটনা হয়েছে। যেক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন তরতাজা যুবকের প্রাণহানিও ঘটেছে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। মদ্যপ অবস্থায় রাতের এই বেপরোয়া মটর বাইক গুলিকে থামানোর প্রচেষ্টায় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে নভবারাকপুর ও মধ্যমগ্রাম থানার সংযোগস্থলের সাজিরহাট মোড়ে শনিবার রাত্রে ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে মদ্যপ বাইক

আরোহীদের সর্তকীকরন অভিযান চালানো হয়। যেখানে চারজন বাইক আরোহীকে মদ্যপ অবস্থায় আটক করা হয়। পুলিশের এই বিশেষ অভিযানকে স্থানীয় শ্রুত বুদ্ধিদস্পন্ন মানুষ স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু বাধ সাধে স্থানীয় একটি পরিবারের মদ্যপ যুবক যুবতী। তারা ঘটনাস্থলে এসে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের পরিচয় দিয়ে এবং শ্রোগান ব্যবহার করে হঠাৎ পুলিশের ওপর চড়াও হয়। তারা প্রত্যেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং কোন কারন ছাড়াই পুলিশ কে লক্ষ করে অপ্রা্র্য গালিগালাজ করতে শুরু করে। তাদের দলে অভিক দাস ওরফে

রুপম নামক একজন মদ্যপ যুবক ও ছিল। যিনি এলাকায় বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য বলে পরিচয় দেন এবং প্রতি রাতে মদ খেয়ে এলাকায় ঝামেলা করেন বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। যাই হোক পুলিশ এ বিশেষ যুবককে গ্রেফতার করে মদ্যপ অবস্থায় পুলিশ কে কাজে বাধা দান, গালিগালাজ ও মারধর করার জন্য। রবিবার ব্যারাকপুর আদালতে পাঠানো হলে মহকুমা আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট কেসের গুরুত্ব অনুধাবন করে থত অভিক দাস (৩৪) ওরফে রুপম কে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।

পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে টিকিট পরীক্ষা অভিযান বৃদ্ধি করা হয়েছে

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের বাণিজ্যিক বিভাগ সম্প্রতি টিকিট পরীক্ষা অভিযানে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যা রাজস্ব সংগ্রহ এবং বিধিনিষেধে উল্লেখযোগ্য উন্নতির প্রতিফলন। আগস্ট ২০২৪ মাসে, টিকিট পরীক্ষক কর্মীরা প্রায় ১.৯ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করেছে । টিকিটবিহীন ভ্রমণ ও অনিয়মিত টিকিটের প্রায় ৭২,৭৯০টি মামলা সনাক্ত করেছে।

গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি, যেখানে মামলার সংখ্যা ১০.৩২ বৃদ্ধি পেয়েছে (৬৫,৯৭৯ থেকে)। হাওড়া ডিভিশনের বাণিজ্যিক বিভাগ নিয়মিত এবং আকস্মিক টিকিট পরীক্ষা অভিযান চালিয়ে এবং উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নিশ্চিত



করেছে। পূর্ব রেলের তরফ থেকে যাত্রীদের টিকিট কাউন্টার, স্বয়ংক্রিয় টিকিট বিক্রয় যন্ত্র, ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে টিকিটিং সহ বিভিন্ন সুবিধাজনক টিকিটিং বিকল্পগুলি ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ও মসৃণ লেনদেনের জন্য, যাত্রীরা কোড পেমেন্ট মোডও ব্যবহার করতে পারেন।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী কৌশিক মিত্র বৈধ টিকিট কেনার উপর জোর দিয়ে বলেন, টিকিট ছাড়া ভ্রমণ শুধুমাত্র একটি বড় অক্ষের জরিমানা নয়, সমাজে নিজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করে। তিনি সমস্ত যাত্রীদের জরিমানা এড়াতে এবং একটি সুন্দর যাত্রী নিশ্চিত করতে একটি টিকিট টিকিটিং বিকল্প ব্যবহারের আহ্বান জানান।

শিয়ালদহ ডিভিশনের ঘুটিয়ারি শরীফ স্টেশনে অননুমোদিত চায়ের স্টলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা

কলকাতা, ০৮ সেপ্টেম্বরঃ আজ (০৮০৯২০২৪) শিয়ালদহ ডিভিশনের সোনারপুর-ক্যানিং সেকশনের ঘুটিয়ারি শরীফ স্টেশনের ০১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি অননুমোদিত চায়ের স্টলে আগুন লাগে। নিরাপত্তার কারণে চম্পাহাটি এবং ক্যানিংয়ের মধ্যে আপ এবং ডাউন লাইনে ট্রেন চালাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আগুন লাগার খবর দ্রুত দেওয়া হয়, ফায়ার ব্রিগেড ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ১১ঃ৩০ টায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১২ঃ২৩ টায় আপ লাইন চালু হওয়ার পরপরই স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হয় এবং ডাউন লাইন ১২ঃ ১৫ টায় পরিষ্কার করা হয়। আপ প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন ক্যানিং থেকে ১২ঃ০৮ এ ছাড়ে এবং

ডাউন ট্রেন নং ৩৪৫২৪ শিয়ালদহ – ক্যানিং লোকাল চম্পাহাটি থেকে ১২ঃ৩৭ এ ছেড়ে যায়। ফলস্বরূপ, দুটি (০২) ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, একটি (০১) ইএমইউ লোকালের যাত্রা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া, দুই (০২) ইএমইউ লোকাল কে পশ্চিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

স্মরণে শম্ভু মিত্র, তাঁরই আবৃত্তিচর্চা নিয়ে আলোচনাচক্র নদীয়াতে

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : বাংলা নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ নাম শম্ভু মিত্র। শুধু নাটক কেন, আধুনিক বাংলা আবৃত্তি চর্চারও তিনি এক অনন্য পুরুষ ও পুরোধা তো বটেই। তিনিই প্রথম অনুভব করেছিলেন, আবৃত্তি দিয়েও মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা যায়। তাঁর কণ্ঠে জ্যোতির্ষিধ মৈত্রের কবিতা মধু বংশীর গলি শোনা এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সেই নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী মিত্র-কে নিয়ে, তাঁর আবৃত্তি চর্চার খুঁটিনাটি বিষয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বহুবচন, স্বরবৃত্ত এবং কথাশিল্পী নদীয়া জেলার নবদ্বীপ বকুলতলা প্রান্তনীর সভাপূ্ণে আয়োজিত রবিবারের আলোচনায় অংশ নেন বাচিকশিল্পী পীতম ভট্টাচার্য।

দূরন্ত বার্তা

হরিপালের নাবালিকার গোপন জবানবন্দির মধ্যে অসঙ্গতি আছে বলে জানান পুলিশ সুপার

বনস্পতি দে, হরিপাল ছ্গলি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ অর্ধনগ্ন ও অচেতন্য অবস্থায় নাবালিকা ছাত্রী উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হরিপালের বিডিও অফিস সংলগ্ন গোপীনগর এলাকায়। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ উঠছিল, নাবালিকাকে যৌন হেনস্থা করার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মেয়েটির গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। পুলিশের দাবি, তাতে অসঙ্গতি মিলেছে। এমনকী, স্বাস্থ্য পরীক্ষাতে অপহরণ ও নির্যাতনের প্রমাণ মেলেনি। সাংবাদিক বৈঠক করে তেমনটাই জানাল পুলিশ। শুক্রবার নাবালিকা উদ্ধারের পরই হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে।সেখানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়।হরিপাল থানার ওসি কৌশিক সরকার নাবালিকার বাড়িতে ফোন করে খবর দেন। নাবালিকার মা জেঠু ও একজন শিক্ষক হাসপাতালে পৌঁছান। পরে

অটোর থাক্কায় মৃত্যু হল চুঁচুড়ার এক প্রৌঢ়ের,আহত দুই জন



প্রীতম সাধুরাী, চুঁচুড়া ৮ সেপ্টেম্বরঃ স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুঁচুড়া হোসেন গোিলির বাসিন্দা প্রৌঢ়ের সিএমওএইচ অফিসের

বিপরীতে অটো স্ট্যান্ডের কাছে একটি জেরস্কের দোকান আছে। রোববার দুপুরে সাইকেল নিয়ে দোকানের দিকে যাচ্ছিলেন। চুঁচুড়া

নিউটাউন থাকদাড়িতে রক্তাক্ত অবস্থায় যুবক উদ্ধার

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : নিউটাউনের থাকদাড়ি এলাকায় ফুটপাতে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবককে উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার সন্ধ্যায় নিউটাউন থেকে সেক্টর ফাইভ যাওয়ার রাস্তায় ফুটপাতে এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখেন পথ চলতি মানুষজন। যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তারা ১০০ নম্বরে ডায়াল করে পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসেন নিউটাউন থানার পুলিশ। যুবকের নাম উত্তম প্রধান হলেও তাঁর বাড়ির ঠিকানা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ যুবককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন ওই যুবকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে ৫৮ তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের উদ্যোগে ৫৮ তম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার ধনধান্যো প্রেক্ষা গৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী মহাশয়, পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়নমন্ত্রী শ্রী প্রদীপ কুমার , সুন্দরবন উন্নয়নের মন্ত্রী শ্রী বন্ধিন হাজরা ও বিভাগীয় আধিকারিক বৃন্দ ও বিভাগীয় সচিব উপালী রায় ও অন্যান্য বিপিস্টি ব্যক্তিবর্গ এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থলের প্রতিনিধী এবং অন্ধ ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মাননীয় মন্ত্রী সাহেব

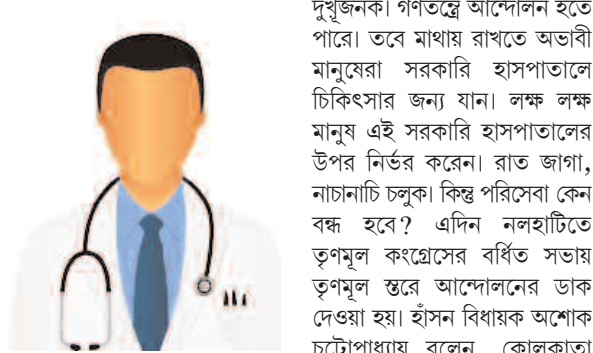


সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জানান যে আগামী বছর থেকে প্রথম পাাচজনকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে অর্থ ও নানা রকম জিনিস এই বক্তব্য সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বাতাবরণ বয়ে যায়

আগামী দিনের গ্রন্থকার কে আরো পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বিভিন্ন ধরনের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গুলোকে আরো অত্যাধুনিকভাবে তৈরি করা হবে ।

মন্ত্রী সম্বর্ধনার দিনে, চিকিৎসকদের সমালোচনায় চিকিৎসক বিধায়ক

রামপুরহাট, ৮ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যের ক্ষুদ্র কুটির ও বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে করা দপ্তর দেখভালের দায়িত্ব দেওয়ার পর, সম্বর্ধনা দেওয়া হয় রামপুরহাট এবং নলহাটিতে। রামপুরহাট দলীয় কার্যালয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধান সভার উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট এক রক্তের সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিশ্মি, বার কাউন্সিলের সেক্রেটারি উৎপল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পাশাপাশি, রবিবার নলহাটির লোহাপুর ব্লক কমিউনিটি হলে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে অভ্যর্থনা দেওয়া হয়। নলহাটিতে উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক বিধায়ক তথা রামপুরহাট শাখার আই এম এ সভাপতি



অশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি এদিন পরিসেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সমালোচনা করে বলেন, পরিসেবা বন্ধ করে আন্দোলন সমর্থনযোগ্য নয়। একজন আটাস বহুরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবক চিকিৎসা না পাওয়ার কারণে মৃত্যু বরণ করেন। এটা খুবই

দুঃখজনক। গণতন্ত্রে আন্দোলন হতে পারে। তবে মাথায় রাখতে অভাবী মানুষেরা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যান। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভর করেন। রাত জাগা, নাচানচি চলুক। কিন্তু পরিসেবা কেন বন্ধ হবে? এদিন নলহাটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভায় তৃণমূল স্তরে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। হাঁসন বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায় বলেন, কেলকাতা পুলিশ সঞ্জয় নামে এক অভিজুতকে ধরে সিরিআইয়ের হাতে হ্যাণ্ডওভার করে দেয়। তারপর কুড়ি দিন অতিক্রান্ত হলো। সঞ্জয়কে জেরা করে বাকি অপরাধীদের ধরতে সিরিআই বার্থ কেন? এর বিরুদ্ধে জোরালোভাবে আন্দোলনে নামতে হবে।

দূর হবে নাগরিকদের দুর্দশা, জমা পড়লো হকার সমীক্ষার রিপোর্ট

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা পুরসভার অবস্থা এখন না ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। শহরের হকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ২৫ পাতার সমীক্ষা রিপোর্ট এই মুহূর্তে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কাছে জমা পড়েছে। তবে, বর্তমানে তা লাগু করতে দুই পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ। আরজিকর ইস্যুতে ধীরে চলো নীতি। এদিকে, বাঙালির সেরা বলতে বলতে আর কয়েকটা দিন বাকি রয়েছে বাঙালির সেরা উৎসব দূর্গাপূজা ।

পার্ক ও উদ্যান পালন দফতরের সূত্রে জানা গিয়েছে এই খবর। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরোানোর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্য সচিবালয় নবামে ঘোষণা করেন। শহর জুড়ে যত্রতত্র হকার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নাগরিকদের দুর্দশা দূর করতে দরকার সমীক্ষা। এরপর কমিটি গড়ে দেওয়া হয়। বেদখল হয়ে যাওয়া ফুটপাথ সাধারণ মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে তৎপর হয় কলকাতা পুরসভা। **সঙ্গে কলকাতা পুলিশের সাহায্য।** সবশেষে, সমীক্ষার গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিশেষ এক অ্যাপ তৈরি হয়েছে। এক ব্যক্তির নামে একাধিক ডালা নিয়ে তদে এখন থেকে আর বসতে পারবে না যে কেউ।

কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বর : আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় এবার আরও তিন ডাক্তারের বিরুদ্ধে এফআইআর জমা পড়েছে। অভিযুক্ত ডাক্তারদের মধ্যে রয়েছেন বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অতীক দে এবং রঞ্জিত সাহা। বৌবাজার থানায় ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের

অভিযোগের পর থেকেই সন্দেহের তালিকায় ছিলেন সন্দীপ ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা। মেডিক্যাল দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনায় সন্দীপ ঘোষের পাশাপাশি এই তিনজন ডাক্তারের নামও উঠে এসেছিল। তাদের বিরুদ্ধে যথার্থ্য পত্রক্ষেপ না নেওয়ায় প্রশ্ন উঠছিল। তবে এবার পুলিশি তদন্তের গতি বাডার সাথে সাথে এই তিনজনের বিরুদ্ধে একআইআর জমা পড়ার খবর সামনে এলো। তদন্তকারী

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগের ভিত্তিতে এই তিনজনের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের কাছে জমা পড়া অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্ত ডাক্তাররা সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ এবং তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তবে এখনো পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা হয়নি, যা নিয়ে

সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামলার অভিযুক্ত তিনজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, সন্দীপ ঘোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা একাধিক অবৈধ কার্যকলাপের সাথে জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া কিভাবে এগোয়, সেদিকে নজর রয়েছে সকলের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৮০ সংখ্যা, সোমবার ২৩ ভাদ্র, ১৪৩১

স্বর্ণযুগের বাঙালি শিল্পী

বাংলা আধুনিক ও নজরুল গীতির পাশাপাশি, ধ্রুপদ, খোয়াল, ঠুংরি, টপ্পা সহ সঙ্গীতের প্রায় সব প্রচলিত ধারায় তার ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গানের শিল্পী ছিলেন জগন্ময় মিত্র। তবে ১৯৪৮ সালে রেকর্ড করা ‘তুমি আজ কত দূরে’ গানটি তাকে অমরত্ব এনে দেয়। লক্ষ কোটি শ্রোতা, রোমাণ্টিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গানটিকে যেন নিজেরই প্রেমপত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ভারতের হিন্দি সঙ্গীত জগতে তিনি জগমোহন নামে পরিচিত। কলকাতার এক সঙ্গীতমনস্ক পরিবারে ১৯১৮ সালে জগন্ময় মিত্রের জন্ম। পরিবারটির জন্য সময়টি ছিল শোকের, কারণ তার মাত্র মাসাধিক কাল আগেই জগন্ময়ের বাবা, যতীন্দ্র নাথ মিত্র, মাত্র ২৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বাবার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। পিতৃহারা, ভাই বোন হীন জগন্ময়, এক শোকাবহ পরিবেশে জীবনযাত্রা শুরু করেন। প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় বাড়ীতেই, তারপর এন্ট্রান্স পাস করেন ১৯৩৪ সালে। তবে এর মারিই শুরু হয় তার সঙ্গীত জগতের। জগন্ময় মিত্রের পিতামহ বিধুভূষণ মিত্র এবং কাকা পঞ্চদান মিত্র সংগীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। কাকা চমৎ কার হারমোনিয়াম বাজতেন, ওস্তাদের কাছে রাগ-রাগিণীর তালিম নিতেন। সেই সময় জগন্ময় মিত্র পাশে বসে তা শুনতেন। ১০ বা ১১ বছর বয়সে তিনি প্রথম কেশব মুখোপাধ্যায়ের কাছে ধ্রুপদ, খোয়াল, ঠুংরি, টপ্পা ইত্যাদির তালিম নেন। ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল মিউজিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় ধ্রুপদ, টপ্পা, ঠুংরি, রাগ প্রধান বাড়ল ও কীর্তনের প্রতিটি বিভাগে প্রথম হন। তবে কাব্য সঙ্গীতে তিনি তৃতীয় হয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালেই জগন্ময় মিত্র এইচএমভিতে গান রেকর্ড করার সুযোগ পান ও সেই সাথে শুরু হয় তাঁর জয়যাত্রা। প্রণব রায়ের কথায় কমল দাসগুপ্তের সুরে ‘প্রিয় হতে প্রিয়তর’ এবং ‘তোমার মনন কত না নয়ন’ গান দুটি তাকে প্রথম খ্যাতি এনে দেয়। ‘ বাসনা মনে দিবে দহন জ্বালা’ গানটি জগন্ময় মিত্রের কণ্ঠে শুনে কাজী নজরুল ইসলাম মুগ্ধ হয়ে খুব তারিফ করেছিলেন। সে থেকেই কাজীদা’র সাথে জগন্ময় মিত্রের আজীবনের হৃদ্যতা শুরু। অনেক নজরুল গীতি রেকর্ড করার পাশাপাশি, ১৯৪১ এ কয়েকটি রবীন্দ্র সঙ্গীতও গান জগন্ময় মিত্র। ১৯৪২-এর পূজোর রেকর্ড ‘চিঠি’ গেয়েই গানের জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন জগন্ময় মিত্র। তার সাড়া জাগানো পূজোর আরেকটি রেকর্ড ১৯৪৮-এ প্রকাশিত ‘সাতটি বছর আগে পরে’। রেকর্ড করেন দুটি অসামান্য কাব্য গীতি , ‘সাতটি বছর আগে’ ও ‘সাতটি বছর পরে’। গান দুটি, পরবর্তীকালে গীত ‘ তুমি আজ কত দূরে’ গানটির সাথে গড়ে তোলে এক অবিস্মরণীয় মরমী ট্রিলজি। এরপর ১৯৪০, ১৯৫০ এর দশক জুড়ে ‘ভালোবাসা মোরে ভিখারি করেছে’, ‘আমি দূরত্বে বৈশাখী বাড়’, ‘যাদের জীবন ভরা শুষ্ক আঁখিজন’, ‘তুমি কি এমন দেখিছ স্বপন’, ‘ভুলি নাই ভুলি নাই’, ‘মেনেছি গো হার’, ‘আমি স্বপন দেখেছি’ প্রভৃতি।

ইতালির হেলানো টাওয়ার

১১৭৪সালের এই দিনে ইতালীর পিসা শহরে বিখ্যাত পিসার হেলান টাওয়ার নির্মাণ কাজ শুরু হয়। পিসার হেলানো মিনার ইতালির পিসা প্রদেশের একটি ভবনবিশেষ। এ মিনারটি ঘন্টা বাজানোর উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল। এর এক পাশ হেলে থাকার কারণে সমগ্র বিশ্বে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সুনাম রয়েছে। নির্মাণের শুরু থেকেই এই মিনারের এক দিক থেকে ক্রমশঃ হেলতে থাকে। বর্তমানে এ খেঁকিওমোটটিকে রক্ষা করতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এর হেলে পড়া রোধ ও ভুপাতিত হওয়া থেকে রক্ষা করা গিয়েছে। একশ বছর ধরে এর চূড়দিকে অস্থায়ীভাবে মাটা তৈরী করা হয়েছিল। ২৬ এপ্রিল, ২০১১ সালে এর সর্বশেষ মাঁচাটি অপসারণ করা হয়। এর ফলে মিনারটিকে পুনরায় সঠিকভাবে দেখা যায় ভূমি থেকে অষ্টতলারিশিষ্ট এ মিনাকের উচ্চতা প্রায় ৫৬ মিটার। এর সর্বমোট ওজন প্রায় ১৪,৫০০ টন। বর্তমানে এটি প্রায় ৩.৯৯ ডিগ্রী কোণে হেলে রয়েছে। এর ২৯৪টি সিঁড়ি আছে। ১১৭৮ সালে মিনারটির তৃতীয় তলা নির্মাণের পর এটি হেলতে শুরু করে। নরম মাটিতে মাত্র তিন মিটার গভীরতায় এর ভিত্তি গড়ে তোলাই মিনারটির হেলে পড়ার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া মিনারের নকশাও এজেন্ডে কিছুটা দায়ী। অবকাঠামোটির নির্মাণকার্য শতাধিক বছর বন্ধ ছিল। কারণ পিসার অধিবাসীরা প্রায়শইই জেনোয়া, লুক্কা এবং ফ্লোরেন্সের সাথে যুদ্ধকর্মে লিপ্ত থাকতো। পিসার হেলানো মিনারটির প্রকৃত স্থপতি কে ছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অনেক বছর ধরেই গাংলিমো এবং বোনানো পিসানোকে এর নকশাকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বোনানো পিসানো ছিলেন দ্বাদশ শতকের সুপ্রসিদ্ধ পিসা নগরীর অধিবাসী ও শিল্পী। তিনি রোঞ্জ দিয়ে গড়া পিসা দুমো’র জন্যও স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ১১৮৫ সালে পিসা ত্যাগ করে সিসিলির মনরিলে এলাকায় চলে যান এবং নিজ শহরে ফিরে আসা মার দেহত্যাগ করেন। ১৮২০ সালে টাওয়ারের পাদদেশে তাঁর নামাঙ্কিত এক টুকরো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এটি ১৫৯৫ সালে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কাথেড্রেলের রোঞ্জের দরজার সাথে সম্পর্কিত ছিল। এছাড়াও, সাম্প্রতিককালের গবেষণায় দেখা গেছে যে, দিতোসাল্ভিত নামক এক ব্যক্তি পিসার হেলানো মিনারের প্রকৃত স্থাপত্যবিদ। নির্মাণকার্যের সময়কাল, দিতোসালভির কাজ-কর্ম, সান নিকোলা মিনারের ঘন্টা ইত্যাদিতে এর প্রতিফলন ঘটেছে। সচরাচর তিনি তার কাজগুলোয় স্বাক্ষর করতেন কিন্তু মিনারের ঘন্টায় তিনি কোন স্বাক্ষর করেননি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করতে গেলে নিজেকে তৈরি করতে হবে। সত্যভাবে থাকতে

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগটো একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি লক্ষ্যে ঈশ্বরকে বলেছেন, জগতমাতাকে পূজো করতে হবে। জগতমাতার আশীর্বাদগ্রহণ করতে হবে।

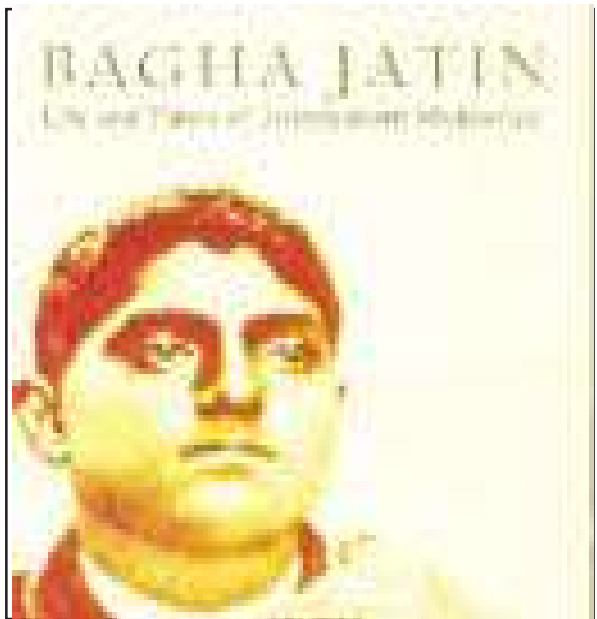
বালেশ্বর দিবস : বাংলার বিপ্লবী ‘বাঘা যতীন’ বিপ্লবী রাসবিহারী বোসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের চিন্তা

রবীন্দ্রকুমার শীল

বালেশ্বর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে। বাংলার বিপ্লবী বাঘা যতীন তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে ইংরেজ পুলিশদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে লড়াই করে গিয়েছিলেন। গুরুতর আহত হয়ে বালেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই ১০ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর আগে তাঁকে সম্মান দিতে উ পস্থিত ছিলেন কলকাতার পুলিশের কর্তা চার্লস টেগার্ট। এই পুলিশ কর্তা বাঘা যতীনকে শ্রদ্ধা করতেন। বালেশ্বর দিবসকে সম্মানে আজকের প্রতিবেদন।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করার নির্দেশকে কার্যকর করতে রাজপুত রেজিমেন্টের সেনা কর্তা মনসা সিং এর সঙ্গে ভারত সিং কথা বললেন ভারতে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। মনসা সিং খিদিপুরে গিয়েছিলেন দুই বাঙালির সঙ্গে একটি ফাঁকা দোকানে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে সেনা কর্তাকে জানানো হয় সে যেন পাঞ্জাবে গিয়ে সেখানকার সেনাদের অস্ত্র নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলেন। রাজপুত সেনাটি তাঁর উচ্চ পদস্থ সেনা কর্তাকে বিষয়টা জানালে একজন বিশ্বস্ত হাবিলদারকে তাঁর সঙ্গে দিয়েছিলেন আরও সংবাদ সংগ্রহ করতে। এদিকে সুন্দরবন রায়মঙ্গল এন্ড এলে সেই সব অস্ত্র হাতিয়া (সেনাধীপ), কলকাতা এবং বাল্যাসোরে আগে আসবে। হাতিয়ার অস্ত্রগুলি বিতরণ করা হবে ঢাকার অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে। কলকাতার অস্ত্রগুলি বিতরণ করা হবে উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গে এবং বাল্যাসোরে অস্ত্র বিতরণ করা হবে ওড়িয়ায়। যদুগোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে একদল যুবক চলে গেল সুন্দরবনে ‘ম্যাজারিক’ সাহাজ থেকে অস্ত্র গ্রহণ করতে। এই দলে ছিলেন অশ্বিনী লাল রায়, হরি কুমার চক্রবর্তী, খুলনার নুরনগরের রাজা যতীন রায়। কিন্তু দুঃসাবদ এসে উপস্থিত হল। ১৯১৫ সালে জুলাই মাসে জানা গেল ‘ম্যাজেরিক’ জাহাজ অস্ত্র নিয়ে আসতে পারছে না। ১৯১৫ সালে ৭ আগস্ট ‘হারি আণ্ড সন্স’ সংস্থায় হানা দিল পুলিশ। গ্রেফতার হলেন হরি কুমার চক্রবর্তী সহ তাঁর ভাই এবং কর্মী। ১৫ আগস্ট নরেন চট্টোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবীদের অস্ত্র পাঠাতে। বিপ্লবীরা খুবই আশান্বিত ছিল যে তারা এবারে বড় ধরনের সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে পারবে। কিন্তু তা হল না। যতীন্দ্রনাথ

after. About 2 or 2-30 this afternoon Khuda Box arrived at my Bungalow and told me that the five Bengalis had been spotted, that they had killed one villager and wounded another. We promptly got hold of some motor cars and proceeded rhe scene of action. Sergeant Rutherford of the Proof Department went with



us.” ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে পিস্তলের লড়াই চলেছিল। পরে পুলিশ কর্তা ডেনহাম সিং খানে উ পস্থিত হন। চিন্তাশ্রিয় ঘটনাস্থলেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ শেষপ্রাণে উ পস্থিত হয়েও সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল। বৃড়ি বাল্যাসের তীরে উপস্থিত হলেন ক্লাস্ট এবং অবসন্ন হয়ে ৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ সালে বিপ্লবীরা। গ্রামের লোকেরা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে পরিচয় জানার চেষ্টা করলে বিপ্লবীরা নিজদের প্রাণ ঝাঁকতে পিস্তল দেখিয়ে জড়ো হওয়া গ্রামবাসীদের ভয় দেখাতে থাকলেন। শুন্যের দিকে দাক্ত করে গুলি ছুঁড়িয়ে। কিন্তু গ্রামবাসীরা তাতেও ভয় পাননি। বিপ্লবীরা সেখান থেকে দ্রুত পা চালিয়ে জগন্মল থেকে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। সেই সময়ে একটি চাষ ফিল্ডে গিয়ে উ পস্থিত হল বিপ্লবীরা। সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর চিত্তামণি কর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন গ্রামবাসীর ডাকে সাড়া দিয়ে। পুলিশ থেকে খবর পেয়ে উপস্থিত হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার রুথারফোর্ড সহ পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিলবাই তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন, “We have begged the five Bengalis we were

Jatindra Nath Mukherjee. This is absolutely incorrect. His real name was Jyotindranath Mukherjee. The memorial dated September 2, 1911 submitted by him to Harding, Viceroy of Governor General of India, contained his autograph signature revealing the above spelling. (Vide Home (Poll.) Deptt. Proceedings of the Government of India, September 1911, Nos. 124-125, Part B)”. ছোটবেলায় তিনি পিতাকে হারান। তার ফলে তিনি মায়ের কাছেই মানুষ হতে থাকেন এবং সেই সময় থেকে তিনি মাতৃভক্তি এবং ভয়হীন মানসিকতা বহন করতে শুরু করেছিলেন। তিনি শারীরিক কসরৎ এবং খেলাধুলা বেশি পছন্দ করতেন। তরুণ বয়সে তিনি শরীর চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং দক্ষ সাঁতারু ছিলেন। তিনি আবার রোগীদের সেবা করতেন একেবারে নার্সদের মতো। তিনি কৃষ্ণনগর এডি স্কুল থেকেপ্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন ১৮৯৮ সালে। কলকাতায় এসেছিলেন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে। কিন্তু কলকাতায় একজন শিক্ষাবিদ ক্ষুদ্রিমান বোসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল। তিনি একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই যতীন মুখার্জি বিপ্লবী আন্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করলেন। “do or die for the country”। তার ফলে তিনি বিদ্যা শিক্ষাকে প্রথানা দিলেন না। বরং তিনি বিকল্প সামাজিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে শুরু করলেন। ১৯০৩ সালে আকস্মিকভাবে বিপ্লবী অরবিন্ড ঘোষ এবং যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (স্বামী নিরালম্ব) সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে অবস্থিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লেখা রয়েছে ললিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের বইতে “বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ” (১৯৪৭)। ললিত চ্যাট্টার্জি ছিলেন বাঘা যতীনের ছোট মামা। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং যতীন ব্যানার্জিকার আশুপু ও হাঁপানিতে অনেক দিন থেকে বিপ্লবী মস্ত্রে দীক্ষিত হলেন বাঘা যতীন “purification by blood and fire” for Freedom’s battle” গীতা’র ‘নিষ্কাম কর্মকে চলার পথ হিসাবে গ্রহণ করলেন বাঘা যতীন। তেজোলাল গিরি’র কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে চর্চা করতে শুরু করেন। তিনি আবার বিপ্লবী যতীনকে মাতৃভূমির হয়ে

সম্পাদক সমীপেষু সত্যজিতের গুপী গাইন

(পূর্বপ্রকাশের পর)

চরিত্রে যেমনই ‘বাঘা’ চরিত্রেই। স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী আঁকিবুকি চলছে তখন। আঁকা-মোছা-জোড়া-বাদ দেওয়া সবই চলছে। ‘গুপী’ নামের রোগা লম্বা ছেলেটার মাথায় একটু বড় চুল দিলে কেমন দেখতে হবে? সেই মতো আঁকাও হল। কেমন যেন চমো চমো ঠেকছে। একসপ্তাহ পার হল। এক দিন সত্যজিৎ-জায়া বিজয়া রায় বললেন, আমাদের তপেন না! ব্যস, খোঁজ খোঁজ। শেষমেশ দেখা হল লাইট হাউসের সামনে। তার পর তো জীবনের মোড়ই ঘুরে গেল তপেন চট্টোপাধ্যায়ের। বিজয়া রায় ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন, ২৪ নভেম্বর ১৯৬৮ দিনটি মনে রাখার মতো। কারণ সকালে ‘গুগাবাবা’ দেখানো হল। এক কথায় সুপার্ব। ৩০ নভেম্বর ১৯৬৮ তিনি লিখছেন, প্রিয়াতে আবার ‘গুগাবাবা’ দেখানো হল। তুলনায় না। বারবার দেখেও আশ মিটেবে না। পরে এ কথা তিনি ‘আমাদের কথা’ উল্লেখ করেছেন। কাজেই এ ছবি মুক্তি পাওয়ার পর তপেন চট্টোপাধ্যায়ের ‘গুপী’ নামেই তুমুল খ্যাতি মিলল। এমনকী বাল্লিন থেকে ‘গুগাবাবা’র আমন্ত্রণ এল। সত্যজিৎ-বিজয়া ছাড়াও রবি তৈরি করার সাহায্য করেছে আবার অন্য দিকে নেশকে চড়াতে বিজ্ঞান সাহিত্য পাশাপাশি চলাচল করেছে। বিপ্লবীরা ইংরেজ ভারত ছাড়া ডাক ফোন দিয়েছে আবার সাহিত্যিক এবং শিক্ষাবিদেরা দেশের নাগরিকদের সুশিক্ষিত করার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। রাজনারায়ণ বসুও চাইতেন বাংলার যুবকেরা যাতে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ হতে পারে। দেশকে শান্তিশালী করতে গেলে শিক্ষিত ভাষা ফিরিয়ে দিতেন। অনেকেই ভুল ভাবতেন, ‘মানিকদা’র ছবিতে অভিনয় করেছেন বলে তপেন চাইয়া, সেটা একে রেখেছিলেন। চেহারার মধ্যে একটা গ্রাম্য ভাব থাকবে, বেশি চালাক চটপটে নয়। ভাগ্যক্রমে একদিন তপেন আমাদের বাড়িতে এসেছিল। সাক্ষাৎকারে তপেন চট্টোপাধ্যায়



হিন্দুদের একত্রিত করে একটি সংগঠনের অধীনে আনার আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় এ প্রতিষ্ঠান গঠিত না হলেও, হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা তাঁর মৃত্যুর পরে মোটামুটি একই উদ্দেশ্য নিয়ে হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেন (১৯০৬)। রাজনারায়ণের আর একটি পরিচয় হলো সমাজ-সংস্কারক হিসেবে। ১৮৫০-এর দশকে তিনি বিধবাবিবাহের উৎসাহী একজন সমর্থক ছিলেন। তাছাড়া, ১৮৬০-এর দশকে তিনি ‘মদ্যপান নিবারণ সভা’ গঠন করেন। মেদিনীপুরে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি গ্রন্থাগার, একটি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এবং একটি বির্তক সভা স্থাপন করেন।

তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা (১৮৭৩); সে কাল আর এ কাল (১৮৭৪); হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, জাতীয়তা বাদী চিন্তাবিদ। চরিবশ পরগণা জেলার একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নন্দকিশোর রামমোহন রায়-এর স্কুলে কিছুদিন লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং রামমোহনের কিছু আধুনিক চিন্তায় প্রভাবিত হন। রাজনারায়ণ লেখাপড়া করেছিলেন প্রধানত কলকাতা হেয়ার স্কুল এবং হিন্দু কলেজে (১৮৪০-৪৫)। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তিনি হিন্দু কলেজের উচ্চতর বৃত্তি লাভ করেন। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা এবং সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন তিনি। তবে ছাত্র জীবনে একবার তিনি পানাসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে অসুস্থ হয়ে আগেই কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন।

ছাত্রাবস্থায় রাজনারায়ণ এক ধরনের স্বরূপের সংকটে পড়েন, বিশেষ করে ধর্ম নিয়ে। ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বরে তাঁর পিতা মারা গেলে, এই সংকট আরও ঘনীভূত হয়। তিনি পরের বছরের শুরুতে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে উ পনিষদের ইংরেজি অনুবাদক হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের কাজে নিয়োগ করেন। প্রায় দুবছর এ কাজ করে লেও, তাঁর সত্যিকারের কাজীবন শুরু হয় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে (মে ১৮৪৯)। তারপর ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৮৬৮ সালে অসুস্থতার কারণে তিনি এই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যথেষ্ট মাত্রায় পাশ্চাত্য প্রভাবিত এবং ইয়ংবেঙ্গল দলের সদস্য হিসেবে পরিচিত হলেও, পরে তিনি জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হন। এ ব্যাপারে তাঁর বন্ধু দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর ওপরে পড়েছিলো বলে মনে হয়। দেবেন্দ্রনাথ সমাজচিন্তার দিক দিয়ে রক্ষণশীল ছিলেন এবং প্রাচীন

মূল রক্ষণশীল অংশের নাম হয় আদি ব্রাহ্মসমাজ। এতে রাজনারায়ণ কিছুকাল প্রধান আচার্য হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধ এবং হিন্দু জাতীয়তা বাদী চিন্তায় আগাগোড়া নিমজ্জিত রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে ‘জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা’ এবং বেশ কয়েক বছর পরে কলকাতায় সঞ্জীবনী সভা নামে দুটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। স্বাভা্যবোধ এবং জাতীয়তাবোধ উদ্বেক করার জন্যে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক স্থাপিত হিন্দু মেলাতেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথসহ দেবেন্দ্রনাথের অন্য পুত্রও এ সভার সঙ্গে যুক্ত হন। রাজনারায়ণ মন মাতানো বক্তা ছিলেন। বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শ্রোতাদের অনেককেই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর হিন্দু ধর্মের

ফ্যাশন- রূপচর্চা

প্রিয়াক্ষার ভাইয়ের বিয়েতে কত দামের নেকলেস পড়ে এসছিলেন, জনতে পড়ুন



অভিনেত্রী থেকে গ্লোবাল আইকন প্রিয়াক্ষা চোপড়া আলোচনায় এসেছেন ভাইয়ের বিয়েতে অংশ নিয়ে। তাকে দেখে কে বলবে, ৪২ বসন্ত পার করেছেন এই বিশ্বসুন্দরী। প্রিয়াক্ষার একমাত্র ছোট ভাই, ৩৫ বছর বয়সী সিদ্ধার্থ চোপড়া বিয়ে

করলেন ৩০ বছর বয়সী তামিল ও তেলেগু তারকা নীলম উপাধ্যায়কে। সেই আয়োজনে অংশ নিতেই গত ৩০ আগস্ট ভারতে এসেছিলেন প্রিয়াক্ষা। বিয়েতে প্রিয়াক্ষার ফ্যাশন নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সামাজিক

যোগাযোগমাধ্যমে ফুটে উঠেছে এমরয়ডারি আর কাটওয়ার্কের কাজ শাড়িতে বসানো হয়েছে বহুমূল্যবান পাথর। শাড়িটি তিনি পরেছেন একই রঙের কারুকর্ষাচিত হাতকাটা ব্রালিট দিয়ে। প্রিয়াক্ষার এই সাজে শাড়ি, ব্যাগ, ব্রেসলেটকে ছাপিয়ে গেছে

হিলারি ক্লিনটন থেকে দীপিকা, তাঁদের হাতব্যাগে কি কি থাকে



সফল নারীদের নিয়ে গড়ে ওঠে অনেক কল্লকাহিনি। অখচ তাঁদের চলার পথ কখনোই সহজ হয় না। অন্যদের তুলনায় খাটিতে হয় দ্বিগুণ-তিনগুণ। এই পুরো যাত্রায় নারীদের কাছের সঙ্গী হিসেবে ভূমিকা পালন করে হাতের ব্যাগটি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লম্বা সময় যখন বাইরে থাকতে হয়, হাতের ব্যাগটির মধ্যেই থাকে সারা দিনের সব জিনিস। আবার যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছেন কর্মজীবনে, তখন হাতব্যাগটি হয়তো বদলে যায়। ভেতরের জিনিসগুলো কিন্তু কমবেশি একই থাকে। ২০১১ সালে এক যুগোচ্চনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হিলারি ক্লিনটন জানিয়েছিলেন, তিনি ভালো হাতব্যাগ পছন্দ করেন। এটি অনেকটা গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তার মতো। প্রতিদিনের জীবনকে সংগঠিত ও ধারণ দুটোই করা যায়, যদি হাতের ব্যাগটি ভালো হয়। খুব সাধারণ জিনিস যেমন ফোন, চার্জার, চাবি, টাকার ব্যাগ থেকে শুরু করে বেশ মজার মজার জিনিসও বের হয়ে আসে নারীদের ব্যাগ থেকে। জেনজিদের ব্যাগ থেকে তো সনি আক্সেলস পুতুলও বের হয়ে আসে। নারী যদি মা হয়ে থাকেন, তাঁর ব্যাগ থেকে শিশুদের কোনো না কোনো জিনিস বের হয়ে আসবে। অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের ব্যাগে যেমন থাকে

রাহার জন্য কুমাল, হাতমোজা। আবার অভিনেত্রী এমা ওয়াটসনের ব্যাগ থেকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে বের হয়েছে বরফ জলের ব্যাগ। ডিস্টেরিয়া বেকহামের ব্যাগে সব সময় থাকে স্ট্রটিক পাথর (ক্রিস্টেল)। নিজেরের বিশ্বাস আর জীবনধারার সঙ্গে মিলিয়ে সফল নারীদের ব্যাগে কিছু না কিছু ব্যতিক্রম জিনিস থাকবেই। তবে বেশ কিছু অনুষঙ্গ যুগেযুগে সবার ব্যাগেই দেখা গেছে।

ফ্লানটি

চুল বাঁধার ফ্লানটি (রাউন্ড ব্যান্ড) ব্যাগে রাখেন অনেকেই। রাবার ব্যন্ডের বদলে ফ্লানটি বেছে নেওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে। দেখতে অভিজাত। চুলের জন্যও ভালো। এমা ওয়াটসন তো চামড়ার ফ্লানটি ব্যবহার করেন।

নোটবুক

ছোট একটা নোটবুক, কলম বা পেনসিল থাকবেই ব্যাগে। সময়সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে ফেলতে বা ড্রয়িং করতে পছন্দ করেন অনেকেই।

বই

সফল যাঁরা, তাঁরা পড়তে ভালোবাসেন। বই থাকবেই তাঁদের সঙ্গে। কেউ হয়তো কিন্ডলে ডুবে থাকেন, কেউ আবার পাঠা উল্টিয়ে পড়তেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন।

ম্যাক্স

বাড়ি থেকে বের হলে কখন

ফিরবেন, তাঁর থাকে না কোনো টিকিটক্যান। সে কারণে নারীরা সঙ্গে রাখেন স্ল্যাকস। বাদাম, বিস্কুট, প্রোটিনবার ইত্যাদি জিনিস বহন করতে পছন্দ করেন নারীরা।

হ্যান্ড স্যানিটাইজার, ওয়েট ওয়াইপস

করোনার আগে হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না কারও। করোনার পর এই জিনিস এখন নারীদের ব্যাগে থাকবেই। সারা দিন অনেকের সঙ্গে দেখা করা, হাত মেলানো, বাইরে খাওয়ার মতো কাজগুলো করতে হয়। এ কারণে ওয়াইপস আর হ্যান্ড স্যানিটাইজার বহন করা অনেকটাই যেন আবশ্যক।

সানগ্রাস আর সানস্ক্রিন

রোদ থেকে বুক আর চোখ বাঁচাতে এ দুটো জিনিস খুঁজে পাওয়া যাবে সফল নারীদের ব্যাগে। অভিনেত্রী দীপিকা পাডুকোন মজা করে বলেন, কখনো যদি মেকআপ না থাকে বা চেয়ারায় ক্লান্ত ভাব থাকে, তিনি রোদচশমা দিয়ে চোখ ঢেকে নেন।

কার্ড

নিজের বিজনেস কার্ড, এটিএম কার্ডগুলো সঙ্গে থাকবেই।

সতেজ খাবার অনুষঙ্গ

পারফিউম, ডিওডোরেন্ট, ফ্রিম, লিপবাম, লিপস্টিক, ফেস মিস্ট, মাউথ ব্রেশনার, মেকআপ রিমুভার, হেয়ার ব্রাশ, ডেটাল ফ্লস ব্যাগে থাকা উচিত বলে মনে করেন সফল নারীরা। দিনের যেকোনো সময় এগুলোর প্রয়োজন হতে পারে।

শরীরে ও মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে ঘুরতে নারাজ তাঁরা।

এতে করে মানুষের সঙ্গে কথা বলা বা কাছাকাছি গেলে বিরতকর অবস্থায় পড়তে হবে না। অনেকে আবার ব্যাগের ভেতর আই মাস্ক রাখেন। ঘুম পেলে চোখ ঢেকে ঘুমিয়ে নেন কিছুক্ষণের জন্য।

প্রয়োজনীয়

বাড়ির চাবি, ফোন, ফোনের চার্জার, প্রয়োজনীয় ওষুধ ইত্যাদি হাতের একদম কাছে রাখতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নারীরা।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে বিগত কয়েক দিনে ৪৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ০৩ জন মহিলা উদ্ধার

মালিগাঁও, ০৮ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশনে ১৬ থেকে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত তল্লাশি অভিযানের সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ৪৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ০৩ জন মহিলাকে সফলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। ২০২৪-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে তিন জন পলাতক পুলিশ (জিআরপি) এবং চাইল্ডলাইনএনজিওর সহযোগিতায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ৪৫৬ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ৪২ জন মহিলাকে

উদ্ধার করেছিল। পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য উদ্ধারকৃত শিশুমহিলাদের সংশ্লিষ্ট চাইল্ডলাইনএনজিও এবং জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি এই সময়সীমার মধ্যে মোট ০৮ জন মানব পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়। ১৬ আগস্ট, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় কিয়ানগঞ্জ আরপিএফ টিম কিয়ানগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে তিন জন পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। ২৪ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ডিব্রুগড়ের আরপিএফ টিম ডিব্রুগড় রেলওয়ে স্টেশনে চার জন পলাতক অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে।



পরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্কদের যথাক্রমে কিয়ানগঞ্জ ও ডিব্রুগড় চাইল্ড হেল্প লাইনের হাতে তুলে

সমর্থনে এগিয়ে থাকলেন কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন, ৮ সেপ্টেম্বরঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ টেলিভিশন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে আগামী মঙ্গলবার। এবিধির আয়োজনে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ফিল্যাডেলফিয়া শহরে। এর আগে জাতীয় জরিপে জনসমর্থনে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে থাকলেন কমলা। তবে দোদুলমান অঙ্গরাজ্যগুলোতে এখনো দুজনের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। দ্য গার্ডিয়ান-এর তথ্য অনুযায়ী, ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জাতীয় গড়ে কমলার সমর্থন ৪৭.৫ শতাংশ আর ট্রাম্পের সমর্থন ৪৩.৯ শতাংশ। গত জুলাইয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর পর ডেমোক্রটিক পার্টি থেকে কমলা প্রার্থী হওয়ায় তাকে ঘিরে সমর্থন ও উৎসাহ বেড়েছে। বিতর্কের আগে ট্রাম্পের থেকে জনসমর্থনে এগিয়ে থেকে আরও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারবেন কমলা। অন্যদিকে ট্রাম্প আশা করছেন, এ বিতর্ক থেকে তাঁর প্রচার শিবিরে আরও গতি বাড়বে। কিন্তু দোদুলমান অঙ্গরাজ্যগুলো দুই প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা এত বেশি যে রাজনৈতিক ধারাত্যাগকারী একে ছুরির লড়াই বলছেন। একই সঙ্গে নির্বাচন ঘিরে ভোটারদের ভৌগোলিক হিসাব-নিকাশও চলছে। এর মধ্যেই শুক্রবার থেকে নর্থ ক্যারোলিনার ভোটারদের কাছে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যালট মেইল করা শুরু করেছে। আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। শেষ ছয় সপ্তাহের প্রচার লড়াইয়ে নেমেছেন কমলা। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে পেনসিলভানিয়া ও জর্জিয়ার মতো কয়েকটি দোদুলমান অঙ্গরাজ্যের ভোটেই জয়-পরাজয় নিশ্চিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই বিতর্কের আগে জোর প্রচার শুরু করেছেন কমলা ও ট্রাম্প। কমলাকে ভোট দেবেন ডিক চেনি , এর মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান নেতা ডিক চেনি আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে ভোট দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। নিজ দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রিপাবলিকানদের জন্য হুমকি উল্লেখ করে এ ঘোষণা করেন তিনি।

প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের শাসনামলে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডিক চেনি। ওই সময় তাঁকে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আসন্ন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রার্থিতার বিরোধিতা করে ডিক চেনি বলেন, রিপাবলিকান পার্টির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো এত বড় হুমকি কেউ ছিলেন না।

যেভাবে ব্রিটেনের রানি হয়ে উঠলেন এলিজাবেথ



মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে জাঁকজমকভাবে নিজের সিংহাসনে আরোহণের ৭০ বছর ‘প্লাটিনাম জুবিলি’ পালন করেছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যাওয়ার পর ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান লিখেছিল, নিয়ম অনুসরণ করে সিংহাসন পেলেও দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁর দীর্ঘ শাসনকালের পট একেছেন প্রায় নির্ভুলভাবে। মূল্যায়ন ছিল, কতকটা নিষ্ঠা, সিংহাসন আর জনগণের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করার উদাহরণ তৈরি করে গেছেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫৩ সালে এলিজাবেথ যখন ব্রিটিশ সিংহাসনে বসেন, বিশ্ব তখন যুগ দ্রুত বদলাচ্ছে। অর্থ পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তখন পড়তির মুখে। রাজা-রানির কলনওয়েলথ প্রথানের আসন। রয়টার্স লিখেছিল, পরিবর্তনশীল বিশ্বে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলছেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। রানি এলিজাবেথ কি ‘নারীবাদী’ ছিলেন প্রয়াত রানি এলিজাবেথকে নিয়ে সবচেয়ে বিতর্কিত মন্তব্যটি খুব সম্ভবত করেছেন অলিভিয়া কোলম্যান। রানি এলিজাবেথকে নিয়ে ‘একবারেই লজ্জা পেতেন না’। কোলম্যানের এই মন্তব্য যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিতর্ক উসকে দিয়েছিল। প্রয়াত রানি কি আসলেই নারীবাদী ছিলেন? যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে রানির আসনটি ছিল মূলত আলংকারিক। তিনি নিজেরে খুবই সতর্ক থেকে রাজনীতিতে জড়িয়ে যাওয়া এড়িয়ে গেছেন। যে কারণে নারীদের অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার পথে তিনি সাধারণ মানুষ যখন কিছু করেন, তা বলা কঠিন বলে মত কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কিম ক্যাম্পবেলের। ক্যাম্পবেল কানাডার প্রথম ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তবে ক্যাম্পবেল এটাও বলেন, ‘উদাহরণ সৃষ্টি করে নেতৃত্ব দেওয়া, এটাও বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সব সময় নারী অথবা সাধারণ মানুষ যখন কিছু করেন, তা বলা কঠিন ও দৃশ্যমান, এটা ওই সব কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের ধারণায় পরিবর্তন আনে।’ ২০১১ সালে কমনওয়েলথ সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রয়াত রানি এলিজাবেথ বলেছিলেন, ‘নারীরা পরিবর্তন আনতে পারে’। ক্যাম্পবেল বলেন, ‘এলিজাবেথের ওই বক্তব্য সমাজে আমাদের সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সেটা হলো, সমাজ এখনো আমাদের জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং এটা আমাদের এই সাহস দেয় যে মেয়ে ও নারীদের নিজদের পূর্ণ ভূমিকা পালন করার পথ খুঁজে বের করার সুযোগ রয়েছে।’

এরপর হাকিমপুর চেকপোস্টে স্ক্রপনাইথ থেকে হাকিমপুর হয়ে বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছিল এমন একটি সন্দেহজনক গাড়ি (রেনাল্ট কুইড) থামানো হয়। নিয়মিত যানবাহন পরিদর্শনের সময়, গাড়ির চালকের আসনের নিচে বাদামি ট্রেপে মোড়ানো একটি প্যাকেজ উদ্ধার হয়, যাতে রূপোর গয়না ছিল। জিজ্ঞাসাবাদে, আটক পাচারকারী জানায় যে, সে স্ক্রপনপুরের এক বাসিন্দার কাছ থেকে রূপোর গহনায় প্যাকেটটি পেয়েছিল এবং তা বাংলাদেশে পাচার করার চেষ্টা করছিল। বাক্সোপ্য প্যাপুলো সাতক্ষীরা জেলার এক বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, যার বিনিময়ে পাচারকারী পেতেন ৪০০ টাকা। আরও জানা যায়, ২০২৩ সালের ১৪ মে একই চেকপোস্টে মোটরসাইকেলের রগিটে লুকিয়ে রাখা ৪ কেজি রূপোর গহনাসহ এই পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছিল বিএসএফ। সে তারালি ও হাকিমপুর এলাকায় সীমান্ত চোরাচালানের সঙ্গে নিয়মিতভাবে জড়িত। বাজোয়াপ রৌপ্য গহনাসহ পাচারকারীকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেঁতুলিয়া কাস্টমস অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত জনসংযোগ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে বিএসএফ কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং কোনও অবস্থাতেই চোরাচালান সফল হতে দেওয়া হবে না।

দেওয়া হয়। ট্রেন ও রেলওয়ে চত্বরে যন্ত্র ও সুরক্ষার প্রয়োজন হওয়া শিশুদের পাওয়া গেলে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রতিরোধীমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। আরপিএফ যাত্রীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই চালিয়ে যাওয়া, মানব পাচারের সাথে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজরদারি রাখার পাশাপাশি উপযুক্ত অভিভাবক ছাড়া শিশুদের সন্দেহজনক চলাচল, একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

Name Change
I, PRIYANKA LUCY PAL, WIFE OF SUMON JOSEPH PAL, RESIDING AT VILL- BARASAT, CHRISTIANPARA, PO- BHADURI, PS-TAHERPUR, NADIA-741121, WEST BENGAL, DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR SON, PRIYANSHU LAWRENCE PAUL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRIYANSHU LAWRENCE PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 30/08/2024, THAT PRIYANSHU LAWRENCE PAUL AND PRIYANSHU LAWRENCE PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, PRIYANKA LUCY PAL, WIFE OF SUMON JOSEPH PAL, RESIDING AT VILL- BARASAT, CHRISTIANPARA, PO- BHADURI, PS-TAHERPUR, NADIA-741121, WEST BENGAL, DO HEREBY INFORM THAT MY MINOR DAUGHTER JESSICA PAUL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JESSICA PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA 30/08/2024, THAT JESSICA PAUL AND JESSICA PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Satyendra Nath Saha (old name) S/O Late Srish Chandra Saha, residing at SUN APT. FLAT-2A, 2ND FLOOR, 1278, MAHATMA GANDHI ROAD, P.S- HARIDDEVPUR, KOLKATA-700082, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Satyendra Nath Saha (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 06/09/2024. Satyendra Nath Saha (new name) and Satyendra Nath Saha (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sk Sazid S/o. Sk Metu R/o. 96/H/20, Cossipore Road, P.S.- Cossipore, Kolkata-700002 shall henceforth be known as Sk Sajid. I declare that Sk Sajid and Sk Sazid is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-09-2024.

Name Change
I, Sarwari Begam W/o. Sk Shah-jada R/o. 96/H/48, Cossipore Road, P.S.- Cossipore, Kolkata-700002 shall henceforth be known as Tunni Bibi. I declare that Tunni Bibi and Sarwari Begam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-09-2024.

Name Change
I, Md Manoyara Hosen(Old Name) S/o Latifat Hossain Residing at Vill- Baruihati, P.o - Prithiba, P.s - Habra, Dist - 24 pgs (N) Pin-743704, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Monowar Hossain(New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-09-2024. Md Manoyara Hosen(Old Name) and Monowar Hossain(New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Alaya Begum(Old Name) W/o Rafik Kazi Residing at Muslim Para Kharpur, Tulsiberia, P.o - Tulsiberia, P.s - Rajapur, Howrah-741101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Alaya Begum(New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-09-2024. Alaya Begum(Old Name) and Alaya Begum(New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Nazibur Rahaman(Old Name) S/o Md Bazlur Rahaman Residing at Dugdhia, P.o - Sandalia, P.s - Barasat, Dist - 24 pgs (N), Pin-743423, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nazibur Rahaman(New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-09-2024. Md Nazibur Rahaman(Old Name) and Nazibur Rahaman(New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Bibhas Das (Old Name) S/o Basudeb Das Residing at Ramkrishnapur, P.O.+P.s - Barasat, Dist - 24 pgs (N), Pin-700124, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Bivash Das (New Name) as declared before the Notary Public Barasat vide affidavit Dated 23-08-2024. Bibhas Das (Old Name) and Bivash Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sumona Talukdar (old name) W/O Madhop Mandal, D/O Pranesh Chandra Talukdar, residing at VILL-BORA, PO-MAMUDPUR, BARRACKPORE PIN-743166 PS- SHIBDASPUR, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sumona Mandal Talukdar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 05/09/2024. Sumona Mandal Talukdar (new name) and Sumona Talukdar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jiarul Mondal (old name) S/O Badar Mondal, residing at Janipur, P.O.- Satterbia, North 24 Pgs, Pin-743262, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jiyarul Mondal (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 04/09/2024. Jiyarul Mondal (new name) and Jiarul Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ananta Mundari, S/O Late Sufal Mundari (father) and Late Bhorabi Mundari (mother), residing at Vill & P.O. Biswarambha, P.S.Purbasthali, Dist. Purbu Badhaman, Kolkata, Pin-713513.I declare that Ananta Mundari Hence, I, Ananta Mundari and Ananda Mundari am the same,one & identical person by Affidavit No.....04/.....Year 2024 Dated 03.06.241.

Name Change
I, Shashi Prabha Mishra (old name) I, Shashi Narayan Mishra, residing at Trimurti Complex, 56/1/1, Kings Road, P.S.- Golabari, Dist.- Howrah, Pin-711101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shashi Prabha Mishra (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 06/09/2024. Shashi Prabha Mishra (new name) and Shashi Prabha Mishra (old name) both are same and identical person.

Name Change
I FIROJUDDIN AHAMED, S/O SK SAMAD ALI, R/O VILL- PANCHANI GAZAT, PO-RUPASGORI, HOWRAH,711312, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK FIROJUDDIN AHAMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/09/2024, THAT FIROJUDDIN AHAMED AND SK FIROJUDDIN AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির আঁচ পড়বে প্রতিমার দামে

দূরন্ত বার্তা,আলিপুরদুয়ার, ৮সেপ্টেম্বর : এসে গেল দুর্গাপূজো। কুমোরটুলিতে মৃশিন্দীরের ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। কুমারটুলিতে প্রতিমার অর্ডারও মিলছে। এবছর প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ মৃংশিন্দীরা। তারা বলছেন, খড়, কাঁঠ, বাঁশ, রংয়ের দাম বৃদ্ধির প্রভাব প্রতিমার দামেও পড়বে। এক হাজার খড়ের আটির দাম তিন হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা হয়েছে। এমনকি প্রচিমা তৈরির অন্য জিনিসপত্রের দামও কুড়ি থেকে চল্লিশ শতাংশ বেড়েছে। মৃংশিন্দী সংগঠনের জেলা সম্পাদক বলেন, ‘ উপকরণের খরচ এবছর বেড়ে গিয়েছে। তাই প্রতিমার দামও বাড়বে।’ মৃংশিন্দীরা জানিয়েছেন, গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে প্রতিমা তৈরির উ পক রণের বেশিরভাগ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এক টুলি মাটির দাম গত বছরের তুলনায় প্রায় এক হাজার টাকা বেড়েছে। এছাড়াও খড়ের দাম সহ কাঁঠ, বাঁশের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কারিগরদের মজুরিও গত



বছরের তুলনায় বেড়েছে। তাই মৃংশিন্দীরা মনে করছেন, অন্য বছরের তুলনায় এবার প্রতিমা তৈরির খরচ অনেকটাই বাড়বে। মিত্র পাল নামে এক মৃংশিন্দীর কথায়, ‘ প্রতিমা তৈরির খড়, মাটি আগেই কেনা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় খড় নষ্ট হয়ে যায় বা হাঁদুর কেটে ফেলে। এখন নতুন করে খড় কিনতে প্রায় দ্বিগুণ দাম পড়ছে। ফলে প্রতিমার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে।’ বর্ষাকালে খড় পাওয়া যায় না। মজুত খড় বিক্রি করা হয়। প্রতিমা তৈরির জন্য খড়ের চাহিদা থাকলেও জোগান কম থাকায় দাম বাড়ে।

এছাড়া ফসলের খেত সহ অন্য জায়গা জলমগ্ন থাকলে মাটিও সংগ্রহ করা যায় না। অনেকে মাটি মজুত করে রাখেন। তাদের থেকে চড়া দামে মাটি কিনতে হচ্ছে। গত বছর এক টুলি মাটির দাম ছিল আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। চলতি বছরে ওই মাটির দাম সাতো তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা হয়েছে। যানবাহন ভাড়াও আগের থেকে বেড়েছে বলে তারা জানিয়েছেন। এর মধ্যেই চলছে গাশেপ, বিশ্বকর্মা ও দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ। ব্যবসা কেন্দন হয় সেটিই দেখার।

উদয়পুরে বিলেতি মদ উদ্ধার, গাড়ি সহ আটক ১

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৮ সেপ্টেম্বর : প্রচুর পরিমাণে বিলেতি মদ সহ এক বাড়িকে আটক করেছে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ। রবিবার ছাত্রারিয়া এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে এই সাফল্য পেয়েছে পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুর মহকুমার গোকুলপুর, ছাত্রারিয়া, পূর্ব গোপালপুর, ধবজনগর সহ বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল মদ্যপদের দৌরাড্যো। বহুবার এলাকার মানুষজন থানা পুলিশ থেকে শুরু করে এলাকার মতাবসরদের একাংশ যুবকের অত্যাচারে জন্য রেহাই পাওয়ার জন্য অভিযোগ জানিয়ে আসলো কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। পরবর্তী সময়ে এলাকার সম্মানিত বয়স্করা রাধা কিশোর পুর থানার ওসির দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর রবিবার সকাল থেকে পুলিশ গোকুলপুর এলাকায় অভিযান চালায়। দুপুরে পুলিশের কাছে খবর আসে একটি গাড়িতে করে প্রচুর পরিমাণে বিলিতি মদ নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই মতে পুলিশ গোকুলপুর, ছাত্রারিয়া, ধবজনগর সহ বিভিন্ন এলাকায় উৎপেতে বসে। ঠিক এমন সময় গি আর ০৬ এইচ ১৬১১ নম্বরের একটি চারচাকার গাড়ি আসতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িটি ছাত্রারিয়া থেকে আটক করে। পরে গাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশ গাড়িসহ মালিক রাকেশ সাহাকে রাধা কিশোর পুর থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে রাকেশ সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

বাড়ি ফেরার সময় দুর্ঘটনায় জখম বিজেপির জেলা সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ সেপ্টেম্বর : অসুস্থ মেয়ের ডাকে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। ঘটনাটি রানীগঞ্জ-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয়, সড়কে বীরভূমের রামপুরহাট থানার মাঝখান্ড গ্রামের কাছে। ঘটনায় জখম হয়েছেন তার নিরাপত্তা রক্ষী এবং গাড়ির চালক। শুক্রবার গভীর রাতে বিডিওর দলীয় কার্যালয় থেকে চারচাকরা গাড়িতে চড়ে নলহাটি থানার বানিগুণ গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় তারা গাড়ি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার ধারে কয়েক বার উল্টে ধান ক্ষেতে পড়ে যায়। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, তার নিরাপত্তা রক্ষী সহ তার চালককে উদ্ধার করে রামপুরহাটের একটি বেসরকারী নার্সিং হোমে ভর্তি করে। শনিবার সকালে তিনজনকেই নার্সিং হোম থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ধ্রুব সাহার বুকে, হাতে গুরুতর আঘাত লেগেছে। তবে কিভাবে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধান ক্ষেতে পড়ে গেল বিষয়টি খতিয়ে দেখছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ধ্রুব সাহা বলেন, মেয়ে অসুস্থ। তাই মেয়ে বার বার বাড়ি ফেরার জন্য বলছিল। সেই জন্য রাতে বাড়ি ফিরছিলাম। কিন্তু কিভাবে যে গাড়ি গড়তে গড়তে ধান ক্ষেতে নামল বুঝতে পারছি না।

১৮ জন পুলিশকর্মীকে নিয়ে ‘টুরিস্ট পুলিশ গার্ড’ চালু শান্তিনিকেতনে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন , ৮ সেপ্টেম্বর : সর্বক্ষণ ১৮ জন পুলিশ কর্মী সক্রিয় থাকবেন। কোন সমস্যা হলে তারা ছুটে যাবে। ১৮ জন পুলিশকর্মীকে নিয়ে ‘টুরিস্ট পুলিশ গার্ড’ চালু হলো শান্তিনিকেতনে। ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করল পুলিশ। শান্তিনিকেতনে ডাকঘরের সামনে ও সোনামুুরিতে সর্বক্ষণ মোতায়েন থাকবেন তারা। এছাড়া, জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ বাহিকে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে এই ফোর্স। শুধুমাত্র পর্যটকেরা নন, ব্যবসায়ীরাও কোন সমস্যায় পড়তে এই ৭৮১২০০১১২০ হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারবেন। সারা বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক আসেন। ইউনেসকো ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ তরু্কা দেওয়ায় পর্যটকের সংখ্যা আরও বেড়েছে। বিশেষ করে পর্যটকদের আকর্ষণ সোনামুুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট সহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর স্থানগুলি। তাই পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বীরভূম জেলা পুলিশের তরফে এই ব্যবস্থা। ১৮ জন পুলিশকর্মী থাকবে এই দলে। শান্তিনিকেতন ডাকঘর ও সোনামুুরি হাটে দুটি দলে ভাগ হয়ে সর্বক্ষণ থাকবে এই গার্ড। যাতে তাদের আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়, তারজন্য উর্দির উপরে এক ধরনের হালি জ্যাকট পরে থাকবেন গার্ডরা। তাদের কাছে থাকবে বিশেষ বাহক। জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে এই ‘টুরিস্ট পুলিশ গার্ড’। পর্যটকদের জন্য একটি হেল্পলাইন নম্বরটি হল ৭৮১২০০১১২০। পর্যটকেরা সমস্যায় পড়লে এই নম্বরে ফোন করলেই দ্রুত মিলবে সহযোগিতা। এদিন সোনামুুরি হাটে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায়। ছিলেন বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগারওয়াল। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার বলেন, মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের পর্যটকের উপর খুবই সদয়। তাই এখানে আগত পর্যটকদের যাতে কোন সমস্যা না হয় তারজন্য একটি হেল্পলাইন নম্বর ও টুরিস্ট পুলিশ গার্ড পরিষেবা চালু করা হল। সর্বক্ষণ ১৮ জন পুলিশ কর্মী সক্রিয় থাকবেন। কোন সমস্যা হলে তারা ছুটে যাবে।

নারী নির্যাতনের দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে থানায় গণ ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বকুলতলা,৮ সেপ্টেম্বর : আর জি কান্ডের মাঝেই মঙ্গলবার রাতে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার সাহাজাদপুর বৈদ্য পাড়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে ৫৬ বছরের এক মহিলা কে রাস্তার পাশে বাঁশ বাগানে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে স্থানীয় কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে।নায় বকুলতলা থানার পুলিশ এ নির্যাতিতা বৃদ্ধার অভিযোগ নিতে ও শারীরিক পরীক্ষা করতে গড়িমসি করে বলেও অভিযোগ।আর তাই পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের আশায় নবিরার বিকালে সাহাজাদাপুর ও ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিবাসীরা নারী সুরক্ষা সহ সকল মানুষের সুরক্ষার দাবিতে সাহাজাদাপুর বৈদ্য পাড়া থেকে মৌন মিছিল সহকারে বকুলতলা থানায় এসে গণ ডেপুটেশনে সন্মিল করেন।

স্কুল নেই বনছায়ায়, পড়াশোনা করতে যাচ্ছে আত্মীয়ের বাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি, ৮ সেপ্টেম্বর : কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি এবং কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের কালচিনির বিজয়পুর বস্তিতে পূনর্বাসিন দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পূনর্বাসিনের জমি ও ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে দুই বনবস্তির বেশিরভাগ বাসিন্দা চলে এসেছেন বিজয়পুর বস্তিতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নতুন গ্রামের নাম দিয়েছেন বনছায়া। প্রায় সাত মাস আগে পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রামটিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এখনও নতুন ওই গ্রামে নির্মাণ হয়নি কোনও স্কুল। ফলে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সূজিত সরকার বলেন, ‘ প্রশাসনের তরফে বনছায়া গ্রামে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। ভবনটি তৈরি হলে ওই ভবনেই অস্থায়ীভাবে স্কুল চলবে। বনছায়ায় নতুন স্কুল তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে শিক্ষা দপ্তরে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর অনুমোদন দিলেই ওই গ্রামে নতুন স্কুল ভবন দ্রুত তৈরি হবে।’ গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন পাশ্চশিক্ষক ওই গ্রামে পুনর্বাসন পেয়েছেন। ওই পাশ্চশিক্ষক মদন লামা স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ লামার বাড়ির বারান্দায় বসে পড়ুয়াদের ক্লাস দিচ্ছেন। ওই স্কুলের আরও দুজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা মাঝেমধ্যে বনছায়ায় আসেন। ভাতা তেো আর শিশুদের পড়াশোনা হচ্ছে না। গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি থেকে আসা মণি লামা জানান, বনছায়ায় অন্তত একটি প্রাইমারি স্কুল তৈরি হোক, তাঁরা প্রশাসনের কাছে সেই দাবি

বিশাল এলাকা অরক্ষিত, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কুলতলির পিয়ালি বিটের বন কর্মীরা

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৮ সেপ্টেম্বর : বিশাল এলাকা অরক্ষিত ,আর তাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কুলতলির পিয়ালি বিটের বন কর্মীরা। সুন্দরবনের কুলতলির সীমান্তবর্তী এলাকায় বনদপ্তরের বারুইপুর রেঞ্জের অধীন পিয়ালী বিট অফিসটি অবস্থিত। চরম অব্যবস্থায় সুরক্ষা হীন হয়ে পড়ে আছে অফিসটি। এই বিট অফিসের বন কর্মীরা বারংবার প্রশাসনিক স্তরে জানানোর পরেও হাল ফেরেনি এই অফিসের। কুলতলি ব্লকের মেরিগঞ্জ ১,২, কুংদখালি গোদাবর, গোপালগঞ্জ, জলাবেড়িয়া ১,২ নং পঞ্চায়েতের মোট ৬টি পঞ্চায়েতত এলাকা নিয়ে এই পিয়ালী বিট অফিস টি তৈরি হয়েছিল ১৯৮০ সালে। এই বিট অফিসের লাগোয়া এলাকায় পড়ে সুন্দরবনের অন্যতম এক পর্যটন কেন্দ্র পিয়ালী নদীর ওপরে তৈরি কেল্লা। এই বিট অফিসের অধীন ৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নদীর মধ্যে পড়ে, তাছাড়া ডোঙ্গাজোড়া, গোপালগঞ্জ ও মেরিগঞ্জ ১ নং এর মধ্যে থাকা ম্যানগ্রোভে জঙ্গল এলাকা ও পড়ে। এই অফিসে বর্তমানে ৯ জন কর্মী আছে। বিট অফিসার-১ জন, সহকারি বিট অফিসার -২ জন, অরুণা সাধী-৪জন এবং সাফাই কর্মী -২ জন। সুন্দরবনের নদী মাতৃক এলাকার এই বিট অফিসে ঢুকলে দেখা যাবে প্রায় ১২ বিঘা জমির উপরে তৈরি এই বিট অফিসটি,তার মধ্যে প্রায় তিন বিঘা জায়গায় আছে একটি পুকুর, যে পুকুরে বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে আনা কচ্ছপ গুলো কে রাখা হয়। জঙ্গলে ঘেরা এই এলাকায় কোনো প্রাচীর না থাকায় যে কোনো সময় যেকোনো অপরাধী এই অফিসে চত্বরেতে ঘাঁটি গেঁড়ে থাকতে পারে। পুকুর থেকে চুরি হয়ে যায় উদ্ধার করা কচ্ছপও। বিঘান্ত সাপ সহ অন্যান্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণ



এই এলাকায়।এই অফিসের অধীন কুলতলির বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর সাপ উদ্ধার করে এখানে আবাস নেই, সেই তাদের কোন ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা।এমমকি সাপ ধরার ক্যাচারটিও খারাপ। যার ফলে সাপ ধরতে গেলে বিপদের সন্মুখীন হতে হচ্ছে বন কর্মীদের।এই বিট অফিসের এক ক্রোনো পেড়ে আছে বছ বছরের পুরনো ভাঙাচোরা একটি স্পিডবোর্ড। বর্তমানে এই বিট অফিসের কোন স্পিডবোর্ড বা নৌকা নেই নদীপথে যাতায়াতের জন্য।এলাকায় যাতায়াতের জন্য একটি মোটরসাইকেল থাকলেও গারির তেলের সমস্যায় মোটর সাইকেলটি অবস্কে পড়ে আছে উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে এই পিয়ালী বিট অফিসের অধীন পিয়ালী গোদাবরে,১৯৯৭ সালে কুলদখালী গোদাবরে এবং ২০২২ সালে মেরিগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েতের ডোঙাজোড়ায় লোকালয়ে বাঘ ঢুকেছিল। জলদস্যু সহ ম্যানগ্রোভ নীধন কারিদের আনাগোনা এই

বাসন্তীরহাট বাজার নিয়ে ছড়াচ্ছে তীব্র ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৯ সেপ্টেম্বর : বাসন্তীরহাট বাজার নিয়ে বড়সড়ো দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। সম্প্রতি সেখানে নতুন করে শেড তৈরির কাজ শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। সেই কাজ শুরুর আগে পুরোনো টিনের শেড ভেঙে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নানা প্রশ্ন উঠছে। এসব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। দায় স্বীকার করতে চাইছে না কেউ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ‘এটা আমাদের এক্তিয়ারে নেই। এটা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির করতে পারে।’ কিন্তু কোচবিহার জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতির সচিব সাবির আলির বক্তব্য, বিষয়টি তাঁদের জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখছেন। সম্প্রতি স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন জুলাই মাসে বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার জেলা নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতিতে আরটিআইয়ের উত্তরে নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি পরিস্কার জানিয়ে দেয়, পুরোনো শেডের কোনওরকম নিলাম করা হয়নি, আর যেহেতু নিলাম করা হয়নি, তাই তার টাকা সরকারি অ্যাকাউন্টে ঢেবকার কোনও প্রব্ই নেই। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই বাসন্তীরহাট বাজারের কাজে নদী থেকে পাম্পসেট দিয়ে তোলা অবৈধ বালি কাজে লাগানোর অভিযোগ ওঠে। ঠিক তারপরেই



পুরোনো শেডের অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘ অনেক পুরোনো, দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় তা সংস্কারের দাবি উঠেছিল স্থানীয় ব্যবসায়ীদের তরফে। আর সেকারণেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সেখানে নতুন বাজার তৈরির কাজ শুরু করে। কিন্তু সেখানে পুরোনো শেড নিয়ম মেনে নিলাম করা হয়নি বলে আমার সন্দেহ হয়। আমি এবিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে জানানোও সদুত্তর না পাওয়ায় আরটিআই করি।’ আনোয়ারের প্রশ্ন, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তৈরি ওই পুরোনো শেডের

টাকা কোথায় গেল, সেটা প্রশাসন খুঁজে বের করুক। তবে সংশ্লিষ্ট কাজে টিকাদারের বক্তব্য, এটা তাদের বিষয় নয়, বাজার কমিটিই বলতে পারবে। যদিও বাসন্তীরহাট বাজার কমিটির সভাপতিকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি স্পষ্ট জানান, তাদের নতুন কমিটি কিছু জানে না। বিষয়টি পুরোনো কমিটির সময় হয়েছিল। পুরোনো বাসন্তীরহাট বাজার কমিটির সদস্য অমল সরকার বলেন, বিষয়টি আমাদের জানা নেই। এবিষয়ে দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিও জানান, বিষয়টি তাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। এককথায়, গোটা ঘটনায় খোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে।

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে ‘জনতার দরবার’ শীর্ষক কর্মসূচির সূচনা বিটিসি-প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, চিরাং, ৮ সেপ্টেম্বর : গত ৪ সেপ্টেম্বর চিরাং জেলার ভারত-ভূটান সীমান্তে অবস্থিত রুনিখাত নন বিভাগের পরিদর্শন বাংলো এবং তার আগের দিন ৬ সেপ্টেম্বর গোসাইগাঁও সার্কিট হাউসে বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো ‘ দরবার’-এ যোগদান করে স্থানীয় সাধারণ জনতা, গ্রাম সমিতি, ক্লাব এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বার্তালাপের মাধ্যমে বেশকিছু অনুরোধ, অভিযোগ ইত্যাদি শুনে সেগুলি সমাধানের পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিটিসি-প্রধানের সঙ্গে ছিলেন সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাের, বিটিসি-র পারিষদ (ইএম) রঞ্জিত বসুমতাের, দুই এমসিএলএ সাংখং বসুমতাের ও মাধবচন্দ্র ছের্ত্তী। সেদিন ‘জনতার দরবার’ চলে ভোররাত একটা পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, গত ২৭ আগস্ট ওদালগুড়ি জেলার ভাড়াগাঁওতে অবস্থিত বোড়ো ল্যান্ড গেস্ট হাউসে ‘জনতার দরবার’-এর সূচনা করেছেন প্রমোদ বড়ো। এদিন তিনি রাত ১০টা থেকে ভোররাত ১৩০ পর্যন্ত ‘জনতার দরবার’-এ



অংশগ্রহণ করে স্থানীয় বহুজনের সঙ্গে বার্তালাপ করছেন। সেদিন স্থানীয়দের বেশকিছু অনুরোধ, অভিযোগ ই ত্যাদি শু নে সেগু লিও সমাধানের পদক্ষেপ নিয়েছেন বিটিসি-প্রধান। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিটিসি-র দুই পারিষদ (ইএম) দাউবাসিয়া বড়ো ও উইলসন হাসদা দুই এমসিএলএ দিল্লীপকুমার বড়ো ও বিডি ম মাধবচন্দ্র ছের্ত্তী। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বাসিন্দা এবং সংগঠনগুলি তাদের এলাকা বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়োর সঙ্গে সরাসরি দেখা

করার সুযোগ পেয়ে এবং তাদের সমস্যাবলি সমাধান করার পদক্ষেপে সন্তোষ ব্যক্ত করছেন। এ ধরনের ‘জনতার দরবার’-এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখেতে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল প্রশাসন তথা বিটিসি-প্রধানের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনতা ও বিভিন্ন সংগঠনের পদাধিকারীরা। একটি প্রগতিশীল বিটিসি ভেড়ে তোলার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বভারতীর আত্মঘাতী ছাত্রীর মোবাইল চ্যাট দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

শান্তিনিকেতন, ৭ সেপ্টেম্বর : আত্মঘাতী ছাত্রীর মোবাইল চ্যাটে কেনও একজনের বরাফে ব্ল্যাকমেস করার তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপুর থেকে চার সদস্যের ফরেনসিক দল বিরাটনগরীর হস্টেলে এসে সংগ্রহ করেছে নমুনা। মুগা ছাত্রীর পরিবারের তরফে আত্মহত্যা প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের অদ্রপালি হস্টেলে উনরাজ্যের ছাত্রীর স্ব্ভাবভবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে নানা জল্পনা, খোঁশাা আরও গাা। হয়েছে। বীরভূম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) রাণা মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘ বাবা-মা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ABRIDGED TENDER NOTICE			
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & DCF, URF invites Tender Notice for various works:-			
NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start	Last Date of Bid Submission
71 to 80/GPW/WBFDCL/ 2024-25	Yearwise maintenance of different type of plantation at ECL land.	09.09.2024	19.09.2024
Further details can be seen at https://wbttenders.gov.in			

 HDFC BANK	রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সোনাগতি বাস্টে মার্গ, লোয়ার পার্সেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৬ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে			
We understand your world	রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানোজগাং, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রধান শা, আই-থিং টেকনো ক্যান্ডাসপা, কানজুরবর্গা (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২			
বিক্রয়ের তথ্য এবং বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ				
এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা সিউকিউটিজের বিরুদ্ধে ঋণ / ওভারড্রাফ্টের প্রকৃতিতে ক্রেডিট সুবিধা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিউকিউটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হল।				
সম্মত ঋণের শর্তানুযায়ী বকেয়া পাতনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপি হওয়ার কারণে, মিসের লোন অ্যাকাউন্টগুলো বকেয়া অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে নিম্নোক্তাধিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সহ, যার মাধ্যমে, ব্যাংক অঙ্গীকারের আদেশে কলিংএ এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলিতে সমস্ত বকেয়া পাতনা পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাকে ৭ দিনের সময় প্রদান করেছিল, যা বাধ্য হয়, ব্যাংক এই বিষয়ে পরবর্তী নোটিশ জারি না করে বন্ধক রাখা সিউকিউটিজ বিক্রি করার স্থানীয়ভাবে থাকবে। ঋণগ্রহীতাররা অবশেষে কলিংএ এবং প্রাপ্য পরিশোধ করতে বাধ্য হয়েছে, তাই, ঋণগ্রহীতা হিসেবে ব্যাংক তার অধিকার প্রত্যয়ে ঋণগ্রহীতাদের পাতনা পরিশোধের জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বা তার পরে সিউকিউটিজ বিক্রি / নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের এই অবহিত করা হয় যে, যদি কোনো সমস্যা, স্টক মার্কেটে অস্থিরতার কারণে মার্জিনের প্রয়োজনে আরও ঘাটতি তৈরির কারণে বন্ধক রাখা সিউকিউটিজের মূল্য আরও কমে যায়, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনায় ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জমানত একের মধ্যে বিক্রি করবে (১) কালেক্টার দল, এই বিষয়ে আর কোন সিদ্ধান্ত নেবে না। ঋণগ্রহীতা(রা) যে কোনো অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সিউকিউটিজ বিক্রি করে আয়ের সমস্যারের পরে।				
ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX২৫২৯	প্রতিমা রঞ্জিত	২,২১,৪৫৩.২৮	০৯-০৯-২০২৪
২	XXXX১৬১১	প্রদীপা রায়	৫৯,৯৫৩.০৬	০৯-০৯-২০২৪
৩	XXXX৩৬৪৪	সুনিতা মিত্র.	৮৩,৩০৮.৪৭	০১-০৮-২০২৪
৪	XXXX৩৬৬৪	সেরাজুন্না রায়	৯,৭৫,৫৬৪.৩৫	০৩-০৯-২০২৪
৫	XXXX৩৫২৫	শিখা কাকাল	২,০৯,৪৪৩.৩৩	২৬-০৮-২০২৪
৬	XXXX১১৭৮	সুনীল কুমার দাস	৭,৮৭,৬৭৯.১৯	২০-০৮-২০২৪
তারিখঃ ০৮.০৯.২০২৪				স্বাা-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ				এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড

হকিতে বিশাল ব্যবধানে চিন বধ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারতের

হুলুনবুইর, ৮ সেপ্টেম্বরঃ টোকিওর পর প্যারিস। অলিম্পিকে টানা দু-বার ব্রোঞ্জ এনেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নল ট্রফিতেও শুকুটা দুর্দান্ত হল। গত বার ঘরের মাঠে শেতাব জিতেছিল ভারত। এ বার আয়োজক চিনকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়ে যাত্রা শুরু করল ভারত। টোকিও অলিম্পিকের পর ঘরের মাঠে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নল ট্রফি জিতেছিল ভারত। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স জারি থাকে প্যারিস অলিম্পিকেও। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নল ট্রফি থেকে ভারতের জোড়া লক্ষ্য।



২০২৬ সালে বিশ্বকাপ এবং ২০২৮ অলিম্পিক, দুই মেগা ইভেন্টের প্রস্তুতি শুরু। প্যারিস অলিম্পিক থেকে ব্রোঞ্জ আনা দলটাকেই কার্যত ধরে রেখেছে ভারত। সিনিয়র গোলরক্ষক অলিম্পিকের পরই অবসর নেন। ফলে স্কোয়াডে বেশ কয়েকজন তরুণকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে

এখন থেকেই টিম সেট করতে মরিয়া ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। চিনের বিরুদ্ধে যেন সেই দৌড়টাই শুরু হল। শেষ কোয়ার্টারে একটা সুযোগ অল্পের জন্য মিস না হলে ভারতের পক্ষে স্কোর লাইন ৪-০ হতে পারত। ভারতীয় হকিতে এ দিন শ্রীজেশ পরবর্তী নতুন অধ্যায় শুরু হল। চিনের বিরুদ্ধে প্রথম কোয়ার্টারে ভারতের হয়ে স্কোর লাইন ১-০ করেন সুখজিৎ সিং। যুগরাজ সিংয়ের অনবদ্য পাसे সুযোগসন্ধানী সুখজিতের গোলা দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতের লিড



বাড়ান উত্তম সিং। শুটিং সার্কেল থেকে জেরালো শটে গোলা তৃতীয় কোয়ার্টারে ভারতের হয়ে তিন নম্বর গোলা অভিষেকের। প্রথম ম্যাচেই ক্লিন শিট রেখে জয়, ভারতের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারত আগামিকাল দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে।

যশ-মুকেশদের দাপটে হার গিলদের কাজে এল না আকাশ দীপের লড়াই

বেঙ্গালুরু, ৮ সেপ্টেম্বরঃ দলীপ ট্রফির প্রথম ম্যাচে জেতা হল না শুভমন গিলের ইন্ডিয়া-এ টিমের। আজ, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্সের জন্মদিন। কিন্তু হাসিমুখে মাঠ ছাড়তে পারলেন না তিনি। বেঙ্গালুরুর এম চিন্মাম্মা মাঠে ভারত-এ ও বি দলের লড়াইয়ে এক এক সময় এক মোড় নিতে দেখা গেল। অবশেষে ৭৬ রানের বড় ব্যবধানে ম্যাচ জিতেছে অভিনব্দ্য ঈশ্বরদের ভারত-বি। শেষ অবধি দলের জন্য লড়াই চালিয়ে গেলেন বাংলার আকাশ দীপ। দলীপে প্রথম রাউন্ডে আকাশ দীপ বল হাতে দলকে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাট হাতেও লড়েছেন। দুই ইনিংসে মোট ৯টি উইকেট আকাশ দীপের। প্রথম ইনিংসে ১১ রান করেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে লড়াঝু ৪৩ রান আকাশ দীপের। কিন্তু তাঁর লড়াই কাজে এল না। ৭৮ ওভারে ভারত-এ দলের টার্গেট ছিল ২৭৫। যে ভাবে পজিটিভ ইনস্টেট নিয়ে শুরু করেছিলেন শুভমনরা, তাতে তাঁদের টার্গেট ছিল সরাসরি জিতে ৬ পয়েন্ট। সেই লক্ষ্যে ঠিকঠাকই এগোচ্ছিলেন। বিশেষ করে শুভমনের ক্যাচ পড়া, রিয়ান পরাগের বিধ্বংসী ব্যাটিং। কিন্তু রিয়ানের আউটটাই কার্যত টার্নিং

পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। গিলের আউটে চাপ পড়ে মিডল অর্ডারে। লোকেশ রাহুল সঙ্গীর অভাবে ভোগেন। ১২১ বলে ৫৭ রান করেন লোকেশ রাহুল। এরপর ধ্রুব জুব্রেল



ও তনুয কোটিয়া শূন্য ফেরেন। শিবম দুবে (১৪) ও কুলদীপ যাদব (১৪) ফেরার পর আকাশ দীপ ধীরে ধীরে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। ৫২.৬ ওভারে তাঁকে রান আউট করেন মুশির খান। এরপর ১৯৮ রানে অল

আউট হয় ইন্ডিয়া-এ টিম। যার ফলে ৭৬ রানের বড় জয় ও ৬ পয়েন্ট পেলেন অভিমন্যুরা। শুভমনদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩টি উইকেট নেন যশ দয়াল, ২টি করে

উইকেট নেন মুকেশ কুমার ও নতদীপ সাইনি। আর ১টি করে উইকেট ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতীশ কুমার রেড্ডির। উল্লেখ্য, প্রথম ইনিংসে ১৮১ রান করে ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেয়েছেন মুশির খান।

বিশাল কাইথের চুক্তি বাড়াল সবুজ-মেরুন শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ‘লোয়ালটির আরেক নাম বিশাল কাইথা।’ এই লাইনটির পাশে একটি সবুজ ও একটি মেরুন ইমোজি দিয়ে তারকা গোলকিপারের এক ডিডিয়ো শেয়ার করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস। ২৮ বছরের বিশালের সঙ্গে চুক্তি বাড়িয়েছে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন প্রেমীদের প্রিয় ‘উদ্ভূত বাজপাখির’ সঙ্গে ২০২৯ সাল অবধি চুক্তি বাড়ল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের। ২০২২ সালে চেমারিয়ান এক্সি থেকে বাগান



শিবিরে যোগ দেন বিশাল কাইথা। মোহনবাগানের অভ্যন্তরীণ যোগ্য গোলকিপার তিনি। জেসন কামিসিং, শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসোরা এক ব্যাকো বলেন, “তিন কাটির তলাতে বিশাল কাইথা থাকা মানে নিশ্চিত দলের সকলে জয়ের জন্য ঝাঁপাতে পারো।” শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগানের জার্সিতে আইএসএল ও ডুরান্ট কাপে সোনার প্লাভস জিতেছেন বিশাল। হিমাচল প্রদেশ থেকে উঠে আসা তাঁর। বাগান শিবিরের সঙ্গে নিজের চুক্তি বাড়ার পর বিশাল বলেন, “আজীবন মোহনবাগানে খেলতে চাই। সবুজ মেরুন সমর্থকদের ভালোবাসা এবং আবেগ আমার কাছে ভীষণ দামী। আর তা এতটাই যে, একাধিক ক্লাবের প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও এই ক্লাব ছেড়ে যাওয়ার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। সেই জন্যই এই রকম লম্বা চুক্তি করলাম।” একটা সময় উইকেটকিপার ও গোলকিপার দুটো ভূমিকাতেই খেলতেন স্পোর্টস স্কুলে। পরে গোলকিপারকেই বেছে নেন। এই প্রসঙ্গে বিশাল কাইথা বলেন, “উইকেটকিপার হিসেবে পাড়া ও স্কুলে খেলাটা আমার খুব কাজে লেগেছে। ছোট বলে সফল হতে পারলে, বড় বলে সাফল্য পাওয়া সহজ হয়।” গোলকিপারের কাজ নিয়ে বিশাল বলেন, “গোলকিপারের জীবনটা বড়ই অল্পুত। একটা মাত্র তুল বা সাফল্যে কেরিয়ার শেষ বা উত্থানের দিকে যেতে পারো। ৯০ মিনিট কোনও বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ নেই। যে কোনও পরিস্থিতির জন্য সব সময় নিজেকে তৈরি রাখতে হয়। সতর্ক থাকতে হয়। আমি এগুলো মাথায় রাখি। ওই ভাবেই নিজেকে তৈরি করি। পরিশ্রমের বিকল্প নেই। আমি মনে করি স্ট্রাইকারের কাজ যেমন গোল করা, তেমনিই গোলকিপারে কাজ গোল বাঁচানো।”

বিতর্কে ‘রূপো’ হল ‘সোনা’, নবদীপের হাত ধরে স্বর্ণপদক ভারতের



প্যারিস, ৮ সেপ্টেম্বরঃ নবদীপ সিংয়ের সৌজন্যে এল আরও একটি সোনা। জ্যাভলিনে ভারতের প্রথম স্বর্ণপদক। এই ইভেন্টে সোনা জয়ী অ্যাথলিট ইরানোর বেত সাইয়া সাদেখ ডিসকোয়ালিফাই হয়েছে। সেই কারণেই তাঁকে বাতিল করা হয়। যার ফলে পদক বদলে যায়

নবদীপের।প্যারিস প্যারালিম্পিকে জয়জয়কার ভারতের। এখনও অবধি ২৯টি পদক হয়ে গিয়েছে। টোকিও প্যারালিম্পিকে ১৯টি পদক এসেছিল দেশে। এবার নবদীপের সৌজন্যে এল আরও একটি সোনা। তিন বছর আগে টোকিওতে হরিয়ানার ২৬ বছরের নবদীপ চতুর্থ স্থানে শেষ করে। এবার প্যারিসে তাঁর মুকুটে সাফল্যের পালক। জ্যাভলিনের এফ ৪১ ফাইনালে ব্যক্তিগত সেরা থ্রোয়ে রূপো পেয়েছিলেন। ৪৭.৬২ মিটার দূরে বর্শা ছোড়েন তিনি। অন্যদিকে সোনা জেতেন ইরানোর বেত সাইয়া সাদেখ। কিন্তু সোনা জয়ের পর বারবার একটি পতাকা খোঁচানোয় অলিম্পিক্স কমিটি তাঁকে বাতিল করে দেয়। কারণ নিয়ম এই যে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে কমিটি সমর্থন করে না। আর তাতেই কপাল খুলে যায় নবদীপের। মহিলাদের ২০০ মিটার টি১২ বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতছেন সিমরন শর্মা। পুরুষদের হাইজাম্পে সোনা জেতেন প্রবীণ। ২.০৮ মিটার লাফ দিয়ে এশিয়ার মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টি করেন তিনি।

রোহিত শর্মা সবচেয়ে ‘আনলাকি’

অজি তারকার বিস্ফোরক মন্তব্য



সিডনি, ৮ সেপ্টেম্বরঃ রোহিত শর্মা সকলের অন্যতম প্রিয় ক্যাপ্টেন। দলের সকলের প্রতি তাঁর দায়িত্ব বার বার ফুটে ওঠে। ভারতের একাধিক ক্রিকেটার ক্যাপ্টেন হিটম্যানের বিশেষ গুণের কথা বার বার বলেন। রোহিত দলের প্রত্যেক প্লেয়ারের সঙ্গে আলাদা করে বারবার পরিকল্পনা করেন। সকলের সঙ্গে খুব খোলা মনে মেশেন

তিনি। তাঁর নেতৃত্বে জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই রোহিতকেই কিনা এক অজি ক্রিকেটার সবচেয়ে ‘আনলাকি’ বলেছেন। এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন কে? গত বছর রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট টিম ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেও রানার্স হয়েই থামতে হয়েছিল। অজি টিমের কাছে হারতে হয় রোহিত-বিরাটদের। বিশ্বজয়ী সেই অস্ট্রেলিয়ান টিমেরই এক সদস্য রোহিতকে বলেছেন বিশ্বের সবচেয়ে আনলাকি। তিনি হলেন ট্রাভিস হেড। কিন্তু এমন কথা বললেন কেন তিনি? আসলে বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের ইনিংস চলাকালীন হৃদে ছিলেন রোহিত শর্মা। এরপর ১০তম ওভারে গ্লেন ম্যাকগুয়েলের এক ডেলিভারি তুলে মারতে গিয়ে আউট হন রোহিত। বল আকাশের দিকে উঠতেই কভারের দিকে দৌড়ে যান ট্রাভিস হেড। সামনের দিকে ভাইভ দিয়ে ক্যাচ তালুবন্দি করেন। আর রোহিত আউট হওয়ার পর মাঠের মোড় ঘুরে যান। রোহিতের ওই অনবদ্য ক্যাচ নেওয়ার পাশাপাশি হেড ফাইনালে ১২০ বলে ১৩৭ রান করেন। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পাল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রাভিস হেড বলেন, “আমার মতে রোহিতের ক্যাচ নেওয়াটা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। তাই আমার মনে হয় এই মুহূর্তে রোহিতই হল ‘বিশ্বের সবচেয়ে আনলাকি মানুষ’। আমরা বিস্মিত হয়ে প্রচুর প্রশংসা করছি। আর তার ফল হাতেনাতে পেলামও।”

কলকাতা লিগের শেষ ম্যাচেও হারল মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ৮ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা লিগের সুপার সিঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও লজ্জা এড়াতে পারল না মোহনবাগান। পুলিশ এসি-র কাছে হেরে গেল ২-৩ গোলে। নিয়মরক্ষায় ম্যাচেও পয়েন্ট পেতে ব্যর্থ ডেগি কার্ডেজোর দল। কল্যাণী থেকে ব্যারাকপুরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল খেলা। সেখান আগাগোড়া ছন্নছাড়া ফুটবল খেলেছেন মোহনবাগানের ফুটবলারেরা। ১৩ মিনিটেই গোল হজম করে মোহনবাগান। পুলিশের শশেখ আসিফ আহমেদ দূরপাল্লার শটে গোল করেন। মোহনবাগানের গোলকিপার অভিষেক তখন জায়গাতেই ছিলেন। এর কিছু ক্ষণ পরেই সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু সালাউদ্দিন বল গোলে পাঠাতে পারেননি। পুলিশ ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগানের আত্মঘাতী গোলে। পুলিশ এসি-র এক ফুটবলার বল নিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন ডান দিক থেকে। সেই ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজের জালেই ঢুকিয়ে দেন মোহনবাগানের ব্রিজেশ। ৭০ মিনিটে ০-৩ গোলে পিছিয়ে পড়ে সবুজ-মেরুন। রক্ষণ এবং গোলকিপারের মিলিত ভুলে গোল করেন পুলিশের আশিস। দলের হতশ্রী ফুটবল দেখে এর পরেই মাঠ ছাড়তে শুরু করেছিলেন মোহনবাগানের সমর্থকরা। শেষ বেলায় তবু একটি সম্মান বাঁচান ফুটবলারেরা। ৮৮ মিনিটে একটি গোল শোধ করেন এঙ্গসন সিংহ। সংযুক্তি সময়ে আরও একটি গোল শোধ করেন ডিয়ান। তবে দলের হার এড়াতে পারেননি।

জেসিকাকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের নতুন রানি সাবালেঙ্কা

নিউ ইয়র্ক, ৮ সেপ্টেম্বরঃ ম্যাচটা শেষ হতেই শুয়ে পড়লেন কোর্টে। আবেগ সামলাতে না পেরে মুখে হাত রেখে কাঁদলেনও। উঠে হাত মেলালেন প্রতিপক্ষ ও আত্মপায়ারের সঙ্গে। এরপর রাফেট ছুড়ে দুই হাত ওপরে তুলে মাতলেন উদযাপনে। পরে নিজের দলের সঙ্গে



গিয়েও করেছেন উদযাপন। প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনে জয় বলে কথা, আরিনা সাবালেঙ্কার উদযাপনও তাই ছিল বাঁধনহারা। গত বছরও ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন সাবালেঙ্কা। তবে ফাইনালে কোফা গারফের বাধা প্রেরোতে পারেননি। রানারআপ হয়েই সম্ভ্রষ্ট থাকতে হয় তাঁকে। এবার আর সুযোগ হাতছাড়া করতে

চাননি বেলারুশের এই টেনিস তারকা। দারুণ লড়াইয়ের পর হারালেন মার্কিন বিলিয়নিয়ার টেরি পেণ্ডলার কন্যা জেসিকা পেণ্ডলারকে। জমে ওঠা ম্যাচে পেণ্ডলার বিপক্ষে সাবালেঙ্কার জয় ৭-৫, ৭-৫ গেমে। ২৬ বছর বয়সী সাবালেঙ্কার এটি তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম

ট্রফি। আগের দুটি ট্রফিই তিনি জিতেছিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। গত বছরের পর এবারও বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লামটি গিয়েছিল সাবালেঙ্কার দখলে। এ বছরটি সব মিলিয়ে দারুণ কাটল সাবালেঙ্কার। বছরের চারটি গ্র্যান্ড স্লামের দুটিই জিতে নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি এই জয়ে হার্ড কোর্টে নিজের আধিপত্যও ধরে রাখলেন

সাবালেঙ্কা। পেণ্ডলারকে হারানোর মধ্য দিয়ে এই কোর্টে টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকলেন তিনি। প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেনে জেতার প্রতিক্রিয়ায় সাবালেঙ্কা বলেছেন, “আমি এই মুহূর্তে নির্বাক। এটা সব সময় আমার স্বপ্ন ছিল এবং আমি শেষ পর্যন্ত সুন্দর এই ট্রফিটি জিততে পেরেছি। আপনি যদি কোনো কিছুর জন্য কঠিন পরিশ্রম করেন এবং সবকিছু উৎসর্গ করে দেন, একদিন সেটা আপনার মিলবেই। আমি নিজেকে নিয়ে দারুণ গর্বিত। আমি কখনো এই কথা বলিনি, তবে আমি সত্যিই নিজেকে নিয়ে দারুণভাবে গর্বিত। আমি আমার দলকে নিয়েও গর্বিত।” সাবালেঙ্কার আনন্দের বিপরীতে পেণ্ডলার জন্য দিনটা ছিল হতাশার। প্রথমবারের মতো কোনো গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠেছিলেন, কিন্তু লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত জিততে পারেননি। এর আগে সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে সাবালেঙ্কার কাছে হেরেছিলেন তিনি। ফাইনালে সেই হারের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন মার্কিন এই টেনিস তারকা। কিন্তু ৩০ বছর বয়সী পেণ্ডলার সেই আশা পূরণ হলো না। প্রতিশোধের অপেক্ষাটা আরেকটু বাড়ল তাঁর।



বছরের জানুয়ারির আগে নেইমারের ফেরার সম্ভাবনা নেই। নেইমারের ক্লাব আল হিলালের কোচ নাকি ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে নিয়ে সতর্ক থাকতে চান। এদিকে নেইমারের জন্য পরিস্থিতি জটিল করছে তুলেছে আল হিলালের এই মরসুমের দলবদল। সৌদি প্রো লিগের নিয়ম অনুসারে ক্লাবগুলো প্রতি মরসুমে ৮ বিদেশি খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারে। এই মুহূর্তে আল হিলালে নেইমারসহ বিদেশি খেলোয়াড় ৯ জন। শেষ মুহূর্তে দলে যোগ দিয়েছেন রেনান লেদি। জানা গেছে, শেষের জায়গাটি নিয়ে লেদির সঙ্গে নেইমারের লড়াই চলছে। সৌদি প্রা লিগের মরসুম সামনে রেখে ৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত তালিকা জমা দিতে হবে আল হিলালকে। এ কারণে খুব দ্রুতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে দলটিকে। এই পরিস্থিতিতে নেইমার বাদ পড়তে বাধ্য হলে জানিয়েছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। এর মূল কারণ, প্রত্যাশার চেয়ে ধীরগতিতে নেইমারের সেরে ওঠা। আল হিলাল কোচ হোর্হে জেসুস নাকি নভেম্বরের আগে নেইমারের দলের অনুশীলনে ফেরার সম্ভাবনা দেখেন না। সে হিসেবে ডিসেম্বরে শীতকালীন বিরতিতে যাওয়ার আগে নেইমারের বড়জোর দুই বা তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ আছে। ফলে পর্তুগিজ এই কোচ নেইমারকে স্কোয়াডের বাইরে রাখতে চান। তেমনিটা হলে ফিট হওয়ার পরও সাময়িকভাবে মাঠের বাইরেই থাকতে হবে তাঁকে। এখন শেষ পর্যন্ত নেইমারের ভাগ্যে কী হয়, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের ১০ গোলের রাত

ডুসেলডর্ক ও আইন্দহোভেন, ৮ সেপ্টেম্বরঃ নেশনস লিগের আলাদা ম্যাচে গতকাল রাতে মাঠে নেমেছিল জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস। ডুসেলডর্কে জার্মানির প্রতিপক্ষ ছিল হান্সেরি আর আইন্দহোভেনে নেদারল্যান্ডস মাঠে নেমেছিল বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বিপক্ষে। নিজ নিজ মাঠে দুই দলই পেয়েছে বড় জয়। জার্মানি ৫-০ গোলে

ইউরোর পরপরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন ম্যানুয়েল ন্যয়ার, টনি ক্রুস, টমাস মুলার এবং অধিনায়ক ইলকায় গুন্দোয়ান। তবে তরুণদের নিয়ে গড়া এই জার্মান দল ছিল দুর্দান্ত। হান্সেরিকে পাভাই ইয়েনি তার। প্রথমার্ধে অবশ্য এক গোলের বেশি করতে পারেনি জার্মানি। দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের জালে বল জানিয়েছে চারবার। জার্মানির এই জয়ে



হারিয়েছে হান্সেরিকে এবং বসনিয়ার বিপক্ষে নেদারল্যান্ডস জিতেছে ৫-২ গোলে। অর্থাৎ আলাদা ম্যাচে দুই দল মিলে করেছে ১০ গোলা। আর এই ১০ গোলের প্রতিটি কব্জেনে আলাদা ১০ খেলোয়াড়। ইউরোর পর গতকাল রাতেই প্রথম মাঠে নামে জার্মানি। তবে ইউরোর সেমিফাইনালের সেই দল এবং এবারের দল ছিল একেবারেই আলাদা।

গোল করেছেন নিকোলাস ফুলক্রুস, জামাল মুসিয়াল্লা, ফ্রেরিয়ান রিটজ, আলেক্সান্দার পাতালোভিচ ও কাই হাভার্টজ। শুধু গোল করা কিংবা ম্যাচ জেতাই নয়, জার্মানি দলের মধ্যে মিথস্ক্রিয়াও ছিল দারুণ। তবে সেটা আরও দৃঢ় করতে চায় তারা। ম্যাচ শেষে মুসিয়াল্লা বলেছেন, “ফ্রার (রিটজ) সঙ্গে খেলাটা দারুণ ব্যাপার।” মুসিয়াল্লাও



প্রতিপক্ষের জালে পাঁচবার বল জড়িয়েছে নেদারল্যান্ডসও। যদিও বিপরীতে দুই গোল হজম করেছে তারা। ১৩ মিনিটে ডাচদের হয়ে প্রথম গোলাটি করেন জশুয়া জিরকজ। ২৭ মিনিটে এমেরিন ডেমিরোকিভের গোলে সমতায়ও ফেরে বসনিয়া। কিন্তু বিরতির আগেই ব্যবধান ২-১ করে ডাচরা। আর বিরতির পর আরও তিনবার প্রতিপক্ষের

জালে বল জড়ায় রোনাল্ড কোমানের দল। এর মধ্যে বসনিয়া আরও একবার বল জালে জড়ালেও তা কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। ম্যাচ শেষে ডাচ কোচ রোনাল্ড কোমান বলেছেন, “বলের দখল রাখা নিয়ে আমরা খুবই সন্তুষ্ট। দল খুব উজ্জ্বলিত ও গতিময় ছিল। বিরতির পর আমরা দারুণ কিছু সময় পার করেছি। কিন্তু এরপরই আমাদের



ম্যাচের ইতি টানতে হয়েছে। বসনিয়া যখন ম্যাচ ৩-২ করে ফেলল, তখন দলের মধ্যে কিছু সন্দেহ তৈরি হয়। তবে পুরো ম্যাচের চিত্রের দিকে তাকালে বুঝব, এটা আসলে প্রয়োজন ছিল না।” এর আগে রাতের অন্য ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ইংল্যান্ড। প্রথমার্ধে গোল দুটি করেন ডেকলান রাইস ও জ্যাক গ্রিলিশ।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ ● দশম সংখ্যা ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ভাইরাল ফিবার

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পার্শের কোডটি স্ক্যান করুন